ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-224 ■ 16 May, 2026 ■ আগরতলা ১৬ মে, ২০২৬ ইং ■ ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঝটিকা সফরে প্রধানমন্ত্রী

দেশের জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ইউএই'র সঙ্গে চুক্তি

নয়াদিল্লি, ১৫ মে ।। প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই) সফরে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক পরিকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সফরে ভারত ও ইউএই-র মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও সুদৃঢ় করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেড (আইএসপিআরএল) এবং আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (এডিএনওসি)-র মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে।
এই চুক্তির আওতায় ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভে এডিএনওসি-এর ৩০ মিলিয়ন ব্যারেল পর্যন্ত অপরিশোধিত তেল মজুতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত স্থাপনাগুলিতে অংশগ্রহণ এবং ওড়িশার চণ্ডিকোলে মজুত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।
এছাড়াও, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ফুজাইরায় অপরিশোধিত তেল মজুতের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে, যা ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ভারতে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে।
অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান অয়েল লিমিটেড (আইওসিএল) এবং এডিএনওসি-র মধ্যে এলপিজি সরবরাহের বিষয়ে কৌশলগত সহযোগিতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ সালের জনগণনা

রাজ্যে প্রথম পর্যায়ের শুরু ১ আগষ্ট থেকে ঃ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা সেনসাস অপারেশন অধিকর্তার কার্যালয় ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহায়তায় সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালায় সেনসাস অব ইন্ডিয়া ২০২৭-এর সাথে যুক্ত আধিকারিক, সুপার ভাইজার, ইনোমেরেটরদের নিয়ে প্রথম পর্যায়ের তিনদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির আজ শেষ হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত ৯টি ব্লকের বিডিওগণ, নগর পঞ্চায়েত ও পুরপরিষদ এবং আগরতলা পুরনিগমের আধিকারিকগণ, জেলার তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, পরিসংখ্যান দপ্তরের জেলা পর্যায়ের আধিকারিকগণ এবং জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন।
প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষে আজ অতিথিশালার কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার জানান, রাজ্যে ২০২৬-২৭ সালের প্রথম পর্যায়ের জনগণনা শুরু হবে আগামী ১ আগস্ট থেকে এবং তা চলবে ৩০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত। এর আগে ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলবে সেলফ অ্যানুমারেশন বা স্ব-গণনা পর্ব। এই সময়ে মোবাইল অ্যাপ বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজের বা পরিবারের তথ্য যে কেউ প্রদান করতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় বাড়ি বাড়ি গণনাকারী কর্মীগণ আসার আগেই নাগরিকেরা নিজের মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য জমা দিতে পারবেন। এই সেলফ অ্যানুমারেশনের সুরক্ষিত ওয়েবসাইটটি হলো secensusfgovfin এই ওয়েবসাইটে গিয়ে সকল তথ্য সফলভাবে জমা দেওয়ার পর একটি নিজস্ব সেলফ অ্যানুমারেশন আই.ডি. তৈরি হবে। গণনাকারী আধিকারিকগণ বাড়িতে আসলে এই আই.ডি. দেখালে তারা তথ্য যাচাই করে তা মূল ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। এই ব্যবস্থাটি বাংলা ভাষা সহ ১৬টি ভাষায় থাকবে। জেলাশাসক জানান, এটি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় এক ধরনের স্ব-গণনা প্রক্রিয়া। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জ্বালানির কোন সংকট নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি মজুদ রয়েছে। অযথা উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি সংগ্রহ না করতে এবং অযথা পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন তৈরি না করতে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যে জ্বালানির কোনো ঘাটতি নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। তাই আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত তেল কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। যতটুকু দরকার, ততটুকুই নিন।"
উল্লেখ্য, গতকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির পর থেকেই বহু মানুষ অতিরিক্ত তেল সংগ্রহের জন্য পাম্পগুলিতে ভিড় করছেন। এর জেরে সাধারণ গ্রাহকদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে খাদ্য মন্ত্রীও স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি সঞ্চিত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক আছে। তবে একাংশ অতি উৎসাহী মানুষের কারণে পাম্পগুলিতে অপ্রয়োজনীয় ভিড় তৈরি হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ হেনস্থার শিকার হচ্ছেন এবং পরিস্থিতি অযথা জটিল হয়ে উঠছে। সরকারের পক্ষ থেকে সকলকে শান্ত ও সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ল

পেট্রোল লিটার প্রতি ৩ টাকা ৪ পয়সা

ডিজেল লিটার প্রতি ২ টাকা ৫১ পয়সা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। রাজ্যে ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। শুক্রবার থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হয়েছে। নতুন দামে পেট্রোলের মূল্য প্রতি লিটারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ টাকা ৫৬ পয়সা এবং ডিজেলের দাম হয়েছে ৮৯ টাকা ৪৬ পয়সা।
জানা গেছে, এক ধাক্কায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৩ টাকা ৪ পয়সা এবং ডিজেলের দাম ২ টাকা ৫১ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরেই এই দাম বৃদ্ধি বলে মনে করা হচ্ছে। দেশজুড়েই জ্বালানির দামে এই বৃদ্ধি কার্যকর হয়েছে।
এদিকে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেলেও সকাল থেকেই বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে দেখা যায় উপচে পড়া ভিড়। বহু জায়গায় দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে যানবাহনে তেল ভরতে দেখা যায় সাধারণ মানুষকে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামেও পড়তে পারে।

জিবি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে বিনা চিকিৎসায় এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ব্যক্তির নাম ভানু বৈরাগী। তিনি লেম্বুছড়া বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ অসুস্থ অবস্থায় ভানু বৈরাগীকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অভিযোগ, হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রোগীকে সঠিকভাবে পরীক্ষা না করেই ভর্তি করার প্রয়োজন নেই বলে জানান। পরিবারের সদস্যরা বারবার রোগীকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করার অনুরোধ জানালে রোগীকে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর রোগীকে কোনো পরিষেবা প্রদান করা হয়নি। চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সকাল ১১টার সময় ওয়ার্ডের চিকিৎসক এসে দেখবেন।
পরিবারের অভিযোগ, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে পরিবারের লোকজন ট্রলিতে করে তাকে ওয়ার্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় নতুন আইআর ব্যাটেলিয়ান গঠনের অনুমোদন দিল কেন্দ্র, মিলবে ৫০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। ত্রিপুরার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরিতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরায় একটি নতুন ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন গঠনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করেছে। আজ নয়াদিল্লি থেকে জারি করা এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নতুন এই ব্যাটালিয়ন গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৫০ কোটি টাকার এককালীন আর্থিক সহায়তা দেবে। এর পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আরও ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (জমির মূল্য ব্যতীত, যা রাজ্য সরকার প্রদান করবে)। এই অর্থ ধাপে ধাপে রাজ্যকে প্রদান করা হবে। জানানো হয়েছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির পর প্রথম কিস্তিতে ২০ কোটি টাকা। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৫ কোটি টাকা। বাকি ১৫ কোটি টাকা ব্যাটালিয়ন গঠনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া যাবে। চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, এই ব্যাটালিয়নের অন্তত ২৫ শতাংশ কর্মীকে বিশেষ টাস্ক ফোর্স হিসেবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদ কবলিত এলাকায় দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। এদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সেন্টারে হবে। উল্লেখ্য, এই ব্যাটালিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের "রাইট অফ ফার্স্ট কল" বা অগ্রাধিকারের অধিকার থাকবে। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, নির্বাচন বা সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনে কেন্দ্র যেকোনো সময় দেশের যেকোনো প্রান্তে এই ব্যাটালিয়নকে মোতায়েন করতে পারবে। ১৫ বছর চাকরি সম্পন্ন করার পর এই ব্যাটালিয়নের কর্মীদের রাজ্য পুলিশে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার নিজস্ব নীতি তৈরি করতে পারবে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে উদয়পুর ও বিলোনিয়ায় যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর / বিলোনিয়া, ১৫ মে ।। দেশজুড়ে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ফল প্রকাশে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদে সরব হল উদয়পুর জেলা যুব কংগ্রেস। শুক্রবার দুপুরে উদয়পুর শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা।
এদিন উদয়পুর শহরের প্রধান সড়কে অবস্থিত জেলা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জড়ো হন। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, নিট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন্দ্র সরকার ছেলেখেলা করছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন তাঁরা।
বিক্ষোভ চলাকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী-র তীব্র সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, এই ঘটনার পূর্ণ দায় স্বীকার করে অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। পাশাপাশি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তোলা হয়।
বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। যদিও বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন বক্তারা।
এদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি সাশ্রয় ও ব্যয় সংকোচন

সপ্তাহে তিনদিন অফিসে আসবেন এডিসির কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। জ্বালানি সাশ্রয় ও সরকারি ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিল টিটিএএডিসি। কাউন্সিলের কর্মীদের জন্য চালু করা হলো নতুন 'হাইব্রিড ওয়ার্ক মডেল'। যেখানে সপ্তাহের তিন দিন অফিসে উপস্থিত থেকে এবং বাকি দিনগুলি বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে।
টিটিএএডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের জারি করা এক সরকারি স্মারকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল থেকে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হবে। নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্মীরা সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ করবেন। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে।
স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বানের প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে প্রশাসনিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বাড়ি থেকে কাজ করা কর্মীদের টেলিফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সর্বদা সরকারি কাজ ও জরুরি প্রয়োজনে উপলব্ধ থাকতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বা অনুমতি ছাড়া কোনও কর্মীকে কর্মস্থল এলাকা ত্যাগ না করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
জ্বালানি সংরক্ষণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের সিদ্ধান্তও নিয়েছে কাউন্সিল। তবে জরুরি ও অত্যাবশ্যক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দপ্তর এবং কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না বলে স্মারকে স্পষ্ট করা হয়েছে, যাতে পরিষেবা ব্যবস্থায় কোনও প্রভাব না পড়ে।

এজিএমসিতে এমবিবিএস ও পিজি কোর্সে আসন বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে ২৭৩.৪৬ কোটি মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র সরকার। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা।
তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, গত ৪ বছরে মেডিক্যাল শিক্ষায় রেকর্ড বৃদ্ধি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজ্য সরকার। এই বরাদ্দের ফলে আগামী ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে আগরতলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও ১০০টি এমবিবিএস আসন এবং ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষায়িত বিভাগে ৮৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আসন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
তিনি আরও বলেন, নতুন আসন সংযোজনের ফলে ত্রিপুরায় মোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সকল সভাধিপতির অফিসে বসছে সৌরবিদ্যুৎ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। ত্রিপুরা এখন সৌরশক্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং চলতি মাসের মধ্যেই রাজ্যের আটটি জেলার সব সভাধিপতির অফিসে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করা হবে। আজ গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে ট্রেডার ২৯তম গভর্নিং বডির বৈঠক শেষে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা জানান।
মন্ত্রী বলেন, আজকের বৈঠকে ট্রেডা-র গভর্নিং কমিটির সদস্য হিসেবে আট জেলার জিলা সভাধিপতিরা, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব এবং ট্রেডা-র অধিকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পূর্বের সিদ্ধান্তগুলির অগ্রগতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগা পুর্নবহার ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। রেগা পূর্ণবহাল, বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে ১৫ মে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দেয় সারা ভারত কৃষক শ্রমিক ইউনিয়ন। সেই ধর্মঘটের সমর্থনে আজ রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সংগঠনের রাজ্য শাখা।
এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে সংগঠনের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বহু কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে এবং বিভিন্ন দাবির সমর্থনে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহর। সংগঠনের অন্যতম নেতা শ্যামল দেব জানান, সারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হ্যান্ডলুম শিল্পের সম্প্রসারণের আহ্বান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা শুক্রবার রাজশ্রী বিড়লা-র সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি অস্কারণ আগরওয়াল।
বৈঠকে আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী এবং তাদের বিভিন্ন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে পরিচালিত সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন এবং জীবিকা সৃষ্টির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন রাজশ্রী বিড়লা। বিশেষভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পী ও কারুশিল্পীদের উন্নয়নে গোষ্ঠীর উদ্যোগের কথাও তুলে ধরা হয়।
বৈঠক শেষে জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প খাতে আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী তাদের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করার কথা বিবেচনা করতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, উত্তর-পূর্ব ভারত ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও হস্তশিল্পের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, যার বিপুল সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি।
রাজ্যপাল রাজশ্রী বিড়লা এবং তাঁর দলের কাজের প্রশংসা করে বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে যে উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে, তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। এর মাধ্যমে শিল্পীদের ক্ষমতায়ন এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জাগরণ আগরতলা, ১৬ মে ২০২৬ইং
১ জৈষ্ঠ্য, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধির জোড়া ধাক্কা

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের পকেটে দ্বিমুখী টান পড়িবার সম্ভাবনা তৈরি হইয়াছে। তথ্য অনুযায়ী, ভারতে জ্বালানির দাম নতুন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় এর প্রভাব সরাসরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাজার এবং যাতায়াতের ওপর পড়িতে শুরু করিয়াছে।ডিজেলের দাম বাড়িলে ট্রাক, লরি এবং ছোট মালবাহী গাড়ির ভাড়া বাড়িয়া যায়। যেহেতু সবজি, ফল, চাল, ডাল এবং ভোজ্য তেলের মতো পণ্যগুলো মূলত সড়কপথেই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পৌঁছায়, তাই পরিবহণ খরচ বাড়িলে তাহার প্রভাব সরাসরি খুচরো বাজারে পড়ে।খুচরো বিক্রেতারা তাহাদের অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ উসুল করিতে প্রতি কেজি সবজি বা ফলের ওপর ২-৫ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়াইয়া দিতে পারেন। ডেলিভারি চার্জ বা কুরিয়ার সার্ভিসের খরচও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িলে গণপরিবহণের ওপর বড় প্রভাব পড়ে। অনেক শহরে বাস এবং অটো ইউনিয়নগুলো ইতিমধ্যেই ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব দিতে শুরু করিয়াছে।ওলা বা উবেরের মতো অ্যাপ-ক্যাব চালকদের খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া গুনিতে হইতে পারে। যাহারা ব্যক্তিগত গাড়ি বা বাইক ব্যবহার করেন, তাহাদের মাসিক জ্বালানি বাজেটে বড় পরিবর্তন আসিবে।জ্বালানির দাম বাড়িলে তাহার একটি 'ক্যাসকেডিং এফেক্ট' বা ধারাবাহিক প্রভাব থাকে। অর্থাৎ, কেবল সরাসরি জ্বালানি নয়, বরং জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল সবকিছুর দাম বাড়িয়া যায়, যাহা সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন বাড়াইয়া দেয়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য সংসার চালানো আরও কঠিন হইয়া পড়িতে পারে।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জোড়া ধাক্কা। বাড়িতে পারে বাজার খরচ ও যাতায়াত ভাড়া। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার প্রভাব এবার পড়িতে পারে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচে। ব্যারেল প্রতি তেলের দাম বাড়িয়া যাওয়ার পর দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দামও বাড়ানো

হইয়াছে। তাহার জেরেই পরিবহন খরচ বাড়িবার আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে। আর পরিবহন খরচ বাড়িলে তাহার প্রভাব পড়িতে পারে বাজারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে সবজি, ফল, দুধ থেকে শুরু করিয়া বিমানের টিকিট, ক্যাব ভাড়া এবং ডেলিভারি চার্জ, একাধিক ক্ষেত্রেই খরচ বাড়িতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িয়া ব্যারেল প্রতি ১০৩ ডলারে পৌঁছিয়াছে। তাহার জেরেই দেশে লিটার প্রতি প্রায় ৩ টাকা করিয়া বাড়িয়াছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। ফলে বিভিন্ন পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়া যাওয়ার খরচও বাড়িতে শুরু করে।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়িতে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারে। কারণ শাকসবজি, ফলমূল, দুধ বা প্যাকেটজাত খাবারের মতো পণ্য মূলত ডিজেলচালিত ট্রাকের মাধ্যমেই বিভিন্ন রাজ্যে পৌঁছয়। জ্বালানির দাম দীর্ঘদিন বেশি থাকিলে ব্যবসায়ীরা সেই বাড়তি খরচ শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদের উপর চাপাইয়া দিতে বাধ্য হন। ফলে টমেটো, পেঁয়াজ, দুধ, ভোজ্য তেল-সহ একাধিক পণ্যের দাম বাড়িবার সম্ভাবনা তৈরি হইয়াছে।অন্যদিকে চাপ বাড়িতে পারে বিমান পরিষেবাতেও। হরমুজ প্রণালী ঘিরিয়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়িয়া জেট ফুয়েলের দাম বাড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই একাধিক রুটে বিমান ভাড়া বাড়ানো হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ছুটির মরসুমে অভ্যন্তরীণ উড়ানের টিকিটের দাম আরও বাড়িতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়িতে পারে অনলাইন পরিষেবাতেও। ফুড ডেলিভারি এবং ই-কমার্স সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে পরিবহন খরচ একটি বড় অংশ। তাই আগামী দিনে ডেলিভারি চার্জ বা প্ল্যাটফর্ম ফি বাড়ানো হইতে পারে। একই সঙ্গে দিল্লিতে সিএনজির দামও প্রতি কেজিতে ২ টাকা বাড়িয়াছে। এর ফলে অটো ও ট্যাক্সির ভাড়াও বাড়ানোর দাবি আরও জোরালো হইতে পারে।

কৃষকদের বিভিন্ন দাবিতে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন সারা ভারত কৃষকসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ মে: সারা ভারত কৃষক সভা দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ছয়জনের এক প্রতিনিধি দল কৃষক দের স্বার্থে বিভিন্ন দাবি লিখিত আকারে উল্লেখ করে এক স্মারক লিপি দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি হাতে তুলে দেন। স্মারক লিপি তে উল্লেখিত দাবি গুলো হল,সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে কৃষি ও কৃষক দের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ক্ষতিগ্রস কৃষক দের ক্ষতিপূরন প্রদান করা।

জলসেচের উৎস গুলো খুবই খারাপ ,এইদাবি গুলো সহ আরো অন্যান্য দাবি লিখিত আকারে উল্লেখ করে কৃষক সভার দক্ষিন জেলা কমিটির ডেপুটেশন। ডেপুটেশন শেষে সারা ভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাবুল দেবনাথ জানান দক্ষিন জেলার জেলা শাসক তাদের উল্লেখ্য দাবি গুলোর কথা শোনেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানান।

সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে ছিলেন কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাবুল দেবনাথ,প্রবীন কৃষক নেতা শ্রীমন্ত দে,কৃষক নেতৃত্ব মিহির পাটারি, অসিত বৈদ্য,নির্মল ভৌমিক, সিদ্ধার্থ শংকর দত্ত সহ ছয়জনের প্রতিনিধি দল।

অনূর্ধ-১৩ মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপলক্ষে জার্সি বিতরণ, উপস্থিত সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে শুক্রবার মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে জার্সি বিতরণ করা হয়। এদিন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য খেলোয়াড়দের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে জার্সি তুলে দেন।

জানা গেছে, এ বছর প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে "মডার্ন ক্লাব" এবং "আমরা তরুণ" দল। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকে সামনে রেখে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতেই এই জার্সি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, মডার্ন ক্লাব এবং আমরা তরুণ দল দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তাদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তিনি এই ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও খেলাধুলার উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উন্নয়নে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত খেলোয়াড় ও অভিভাবকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণগহ্বর কত বড় হতে পারে

কৃষ্ণগহ্বর মানেই এক মহাজাগতিক রাক্ষস, সামনে যা পায় গিলে খায়! কিন্তু এই রাক্ষসের পেট ঠিক কত বড় হতে পারে? বাস্তবে কি ব্ল্যাকহোল পুরো মহাবিশ্বকেই গিলে খেতে পারবে? আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

ব্ল্যাকহোল হাতের কাছে যা পায়, তা—ই টেনে নেয়। কেমন হতো যদি পুরো মহাবিশ্বটাই ব্ল্যাকহোলকে খেতে দেওয়া হয়! ব্ল্যাকহোল কি তা---ও খেয়ে ফেলবে? নাকি আছে কোনো অদৃশ্য বাধা?

তাত্ত্বিকভাবে ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের আকারের কোনো নিম্নসীমা নেই। যেকোনো বস্তুকেই গুটিয়ে কৃষ্ণগহ্বর বানিয়ে ফেলা যাবে। শুধু চাপ দিয়ে এর ঘনত্বকে এত বেশি ও আয়তনকে এত ছোট করে ফেলতে হবে, যেন বস্তুটার মুক্তিবেগ আলোর চেয়ে বেশি হয়। আলোও যাতে বের হতে না পারে। পৃথিবীকে চাপ দিয়ে ব্যাসার্ধ ০.৩৫ ইঞ্চি করে ফেলতে পারলে তা—ও হয়ে যাবে এক কৃষ্ণগহ্বর। আবার বড় হওয়ারও কোনো তাত্ত্বিক সীমা নেই। নাকি আছে?

১৯৬০ সালের কথা। জ্যোতির্বিদেরা আবিষ্কার করলেন এক অতিদানবীয় বস্তু। তাঁরা দেখলেন, আকাশের ভার্গো বা কন্যামণ্ডলের দিক থেকে আসছে বেতারতরঙ্গ। কিন্তু আলোর দৃশ্যমান অংশে সেদিকটায় কোনো কিছুরই অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। আরেকটু পরিশ্রমে সংকেতের একদম কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ক্ষীণ নীল নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু পরে দেখা গেল, জিনিসটা আসলে নক্ষত্র নয়। থ্রিসি ২৭৩ নামের বস্তুটি তার চেয়ে অনেক অদ্ভুত ও উত্তেজক এক বস্তু।

এটি আসলে ছিল একটি কোয়াসার। কোয়াসার নামটা কোয়াসি-স্টেলার কথার সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলা অর্থ নক্ষত্রসদৃশ বস্তু। নক্ষত্রসদৃশ বলা হলেও কোয়াসার আসলে নক্ষত্রের চেয়ে অনেক বেশি বড়, প্রভাবশালী ও সক্রিয় বস্তু। ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে প্রথম টেলিস্কোপে এদের পাওয়া যায়। শুরুতে দেখতে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে মনে হতো বলেই নামটা দেওয়া। ১৯৬০ সালের কথা। জ্যোতির্বিদেরা আবিষ্কার করলেন এক অতিদানবীয় বস্তু। তাঁরা দেখলেন, আকাশের ভার্গো বা কন্যামণ্ডলের দিক থেকে আসছে বেতারতরঙ্গ।

বাস্তবে কোয়াসার হলো নতুন গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। যে ছায়াপথ কোটি কোটি নক্ষত্রের আবাসস্থল। বহু দূরের এসব বস্তু নক্ষত্রের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল বলেই টেলিস্কোপে চোখে ভেসে ওঠে। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের এক হাজার গুণ পর্যন্ত উজ্জ্বল হতে পারে এরা।

বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে আলো ছড়িয়ে দেয় কোয়াসার। স্বভাবতই এরা অত্যধিক উজ্জ্বল বস্তু। পরে জানা গেল থ্রিসি ২৭৩ কোয়াসারের এই শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো এক অতিদানবীয় কৃষ্ণগহ্বর। ভর সূর্যের ৯০ কোটি গুণ। কিন্তু এ তো সবে শুরু। বর্তমানে এমন অতিদানবীয় কৃষ্ণগহ্বর আছে ভূরি ভূরি। সূর্যের এক হাজার কোটি গুণের বেশি ভরের কৃষ্ণগহ্বর আছে অন্তত ৩৮টি (এ লেখার সময় পর্যন্ত)। এখন আমরা জানি, সব কোয়াসারেরই শক্তির উৎস বড় বড় এই কৃষ্ণগহ্বর। ১৯৮০-এর দশকেই বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করেন, সব ছায়াপথের কেন্দ্রেই একটি অতিভারী বা সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বর আছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপসহ বিভিন্ন যন্ত্র সে ধারণাকেই সত্যি করেছে। এর মানে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে এমন অতিভারী কৃষ্ণগহ্বর আছে অন্তত এক ট্রিলিয়ন (১ লাখ কোটি), যা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অনুমিত ছায়াপথেরই সংখ্যা।

সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বরের ভর সাধারণত সূর্যের কয়েক শ কোটি হয়। তবে তার চেয়ে অনেক বড় কৃষ্ণগহ্বরও পাওয়া যাচ্ছে। তাই তো প্রশ্ন জাগে ঠিক কত বড় হতে পারে এরা? কৃষ্ণগহ্বরের ভরের সর্বোচ্চ কোনো সীমা আছে কি?

বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে আলো ছড়িয়ে দেয় কোয়াসার। স্বভাবতই এরা অত্যধিক উজ্জ্বল বস্তু। পরে জানা গেল থ্রিসি ২৭৩ কোয়াসারের এই শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হলো এক অতিদানবীয় কৃষ্ণগহ্বর।

এর উত্তরটা আসলে জটিল। অনেকগুলো কৃষ্ণগহ্বরের ভর মেপে ভরের উচ্চসীমার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে একদিকে এসব পর্যবেক্ষণ অনেক কঠিন কাজ। উপরন্তু কাজটি করতে হয় পরোক্ষ উপায়ে। যথাসম্ভব ভালোভাবে হিসাব করে দেখা গেছে, সর্বোচ্চ ভর হতে পারে ১০ হাজার কোটি সূর্যের সমান, যা প্রায় একটি ছায়াপথের ভরের সমান!

কিন্তু আরও বড় কি হতে পারবে না? তাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণগহ্বরের ধারেকাছে যেই যাবে, হারিয়ে যাবে এর ভেতরে। এমনকি ধীরে ধীরে মহাবিশ্বের সবকিছুই কৃষ্ণগহ্বর খেয়ে ফেলতে পারবে। যদিও এ চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। মহাবিশ্বের সবকিছু কৃষ্ণগহ্বরের সীমানায় চলে যাবে না। কৃষ্ণগহ্বরের উর্ধ্বসীমা নিয়ে ২০১৫ সালে অ্যান্ড্রু কিং একটি গবেষণা প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশ করে মান্থলি নোটিসেস অব রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি: লেটার্স জার্নাল। তিনি দেখান, বাস্তব পরিস্থিতিতে কৃষ্ণগহ্বরের সর্বোচ্চ ভর হতে পারে ২৭ হাজার সূর্যের সমান। তবে পাশাপাশি বলেন, আমরা সম্ভবত কখনো সূর্যের ৫০ বিলিয়নের (৫ হাজার কোটি) চেয়ে বেশি ভরের কৃষ্ণগহ্বর পাব না। দুটি মানের তারতম্যের কারণও আছে। কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে চলে যেতে হলে কোনো বস্তুকে ঠিক কতটা কাছে যেতে হবে, সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণগহ্বরের ভৌত আয়তন শূন্য। তবে এর মহাকর্ষ বিস্তৃত। তবু এর ঘটনা দিগন্তের বাইরের যেকোনো জিনিস পতন থেকে রক্ষা পেতে পারে। ফিরে আসতে পারে বাইরের জগতে।

কৃষ্ণগহ্বরের ঊর্ধসীমা নিয়ে ২০১৫ সালে অ্যান্ড্রু কিং একটি গবেষণা প্রকাশ করেন। তিনি দেখান, বাস্তব পরিস্থিতিতে কৃষ্ণগহ্বরের সর্বোচ্চ ভর হতে পারে ২৭ হাজার সূর্যের সমান।

সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোলদের ঘটনা দিগন্ত সর্বোচ্চ ১০ হাজার কোটি কিলোমিটার চওড়া। এটা প্রায় আমাদের সৌরজগতের সীমানার সমান। মহাজাগতিক মাপকাঠিতে এটা অত্যন্ত সামান্য পরিসর। এ দূরত্বের বাইরের যেকোনো কিছু কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিরাপদ। সূর্যের সমান ভারী কোনো কৃষ্ণগহ্বর সূর্যের জায়গায় চলে এলে আমরা মারা যাব। তবে কৃষ্ণগহ্বরটি আমাদের টেনে নেবে বলে নয়। বরং মারা যাব তাপের অভাবে, ঠান্ডায় জমে গিয়ে। পৃথিবীসহ সব গ্রহ আগের মতোই কক্ষপথে চলতে থাকবে। যেন কিছুই ঘটেনি!

আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রেও আছে এক কৃষ্ণগহ্বর। নাম স্যাজিটেরিয়াস এ স্টার। আমাদের কাছ থেকে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরের এই বস্তুর ভর সূর্যের ৪০ কোটি গুণ। কিন্তু এতে আমাদের জীবনে কোনো প্রভাব পড়ছে না। ফলে কোনো কিছু কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে যাওয়াটাই এক দুর্লভ ঘটনা। আর পতনের প্রক্রিয়াও সরল নয়। আক্ষরিক অর্থেই বললে, গাণিতিকভাবে সরলরেখা ধরে পড়ে না। বেশির ভাগ বস্তুই সোজা গিয়ে কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকে যাবে না। বরং ঘুরে ঘুরে কক্ষপথ ক্রমেই ছোট হতে থাকবে। এ ঘূর্ণনশীল বস্তু কৃষ্ণগহ্বরের চারদিকে চাকতির মতো একটি কাঠামো তৈরি করে। এর নাম অ্যাক্রেশন ডিস্ক বা সংযোজন চাকতি। এ চাকতির ভেতরের দিকের পদার্থ বেশি জোরে পাক খাবে। এ ঘূর্ণন মারাত্মক ঘর্ষণ উৎপন্ন করে। তাপমাত্রা হয়ে যায় কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি। এমন উত্তপ্ত জিনিস স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আসলে কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পাওয়ার এটাও একটি উপায়। সংযোজন চাকতির কর্মকাণ্ডই জানান দেয় অদৃশ্য কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কথা। আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রেও আছে এক কৃষ্ণগহ্বর। নাম স্যাজিটেরিয়াস এ স্টার। আমাদের কাছ থেকে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরের এই বস্তুর ভর সূর্যের ৪০ কোটি গুণ।

এ চাকতির উত্তাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। এখানে সৃষ্ট বিকিরণ উপস্থিত বস্তুকে ছিটকে দিতে পারে বাইরের দিকে। এ ছাড়া চাকতিতে থাকতে পারে শক্তিশালী চুম্বকত্ব। এটিও বস্তুকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। এ দুইয়ের সমন্বয় কৃষ্ণগহ্বরের বড় হওয়ার সীমা বেঁধে দেয়। ফলে একটা সময় আর নতুন পদার্থ আসার সুযোগ থাকে না। এ অবস্থার নাম এডিংটন সীমা।

ফলে কৃষ্ণগহ্বরের বড় হতে সময় লাগে। আর সময় তো সীমিত। মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে সসীম সময় আগে। কৃষ্ণগহ্বরের বয়স মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি হতে পারে না। ফলে সর্বোচ্চ টেনেটুনে ১ হাজার ৩৮০ কোটি বছর! অবশ্য এ পর্যন্ত জানামতে, সবচেয়ে প্রাচীন কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম হয়েছিল মহাবিশ্বের জন্মের কয়েক শ মিলিয়ন বছর পরে। সময়ের এ বাঁধন হিসাব করে দেখা যায়, বর্তমানে কোনো কৃষ্ণগহ্বরের সর্বোচ্চ ভর হতে পারে সূর্যের ২৭ হাজার কোটি গুণ। তা—ও কথা আছে। ধরে নিতে হবে, পতনশীল সব বস্তু কৃষ্ণগহ্বরের সঙ্গে একই দিকে ঘুরবে। কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণনের কারণে এতে বস্তুর পতনের বেগ বাড়ে। ব্ল্যাকহোল না ঘুরলে আপতিত বস্তু আরও ধীরে ভেতরে যাবে। আর বস্তুর ঘূর্ণন উল্টো দিকে হলে তো পতন আরও সীমিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভর হতে পারে পাঁচ হাজার কোটি সূর্যের সমান।

সময় তো সীমিত। মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে সসীম সময় আগে। কৃষ্ণগহ্বরের বয়স মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে বেশি হতে পারে না। ফলে সর্বোচ্চ টেনেটুনে ১ হাজার ৩৮০ কোটি বছর!

তবে কৃষ্ণগহ্বর আরেকভাবেও বড় হতে পারে। অনেক সময় ছায়াপথরা মিলিত হতে পারে। মহাবিশ্ব প্রসারিত হলেও ছায়াপথদের নিজস্ব মহাকর্ষ একে অপরকে কাছে টানতে পারে। এই যেমন আমাদের মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গাই তো একসময় মিশে যাবে প্রতিবেশী অ্যান্ড্রোমিডার সঙ্গে। আজ থেকে ৪০০ বা ৫০০ কোটি বছর পরে ঘটবে এ ঘটনা। এ মিশ্রণের সময় ছায়াপথের কৃষ্ণগহ্বরও মিলিত হবে। তবু এ কৌশলেও আগে উল্লেখ করা তাত্ত্বিক সীমা অতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

শেষ করছি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কৃষ্ণগহ্বরের গল্প দিয়ে। নাম ফিনিক্স এ। ভর সূর্যের ১০ হাজার কোটি গুণ। আরেকটি ভিন্ন পরিমাপে পাওয়া গেছে ১ হাজার ২৬০ কোটি গুণ। এটি আছে ফিনিক্স ক্লাস্টার নামের বিশালাকার ছায়াপথগুচ্ছের কেন্দ্রে। পৃথিবী থেকে দূরত্ব ৮৬১ আলোকবর্ষ।

মানবদেহে তৃতীয় তরলসংবহন ব্যবস্থার খোঁজ পাওয়া গেছে

আহমাদ মুদ্দাসসের

২০২১ সালে কিছু গবেষক ট্যাটু আঁকা ত্বকের ক্ষুদ্র নমুনা পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, ট্যাটুর কালি শুধু ত্বকের ওপরেই থেমে থাকে না। কণাগুলো আরও গভীরে চলে যায়, একদম ত্বকের নিচের টিস্যু ফ্যাসিয়া পর্যন্ত। ত্বকের নিচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগুলো একদম ভেতরে চলে গেছে।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক নিল থাইস এটি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এই গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক। পরে তিনি বলেছিলেন, 'এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।' কারণ, ত্বক এবং এর নিচের ফ্যাসিয়ার মধ্যে এভাবে সরাসরি সংযোগ আছে, এমন ধারণা আগে ছিল না। এটি জানার পর প্রচলিত শারীরবিদ্যার ধারণাই বদলে গেল।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, পেটের ভেতরে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেও এমন অজানা ক্ষুদ্র সংযোগের খোঁজ পাওয়া গেছে। গত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা জানতেন, ত্বকের ভেতরে, নিচে এবং শরীরের অঙ্গগুলোর চারপাশে ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গা আছে। কিন্তু শত শত বছর ধরে সেগুলোকে আলাদা আলাদা জায়গা হিসেবেই ভাবা হতো।

নিল থাইস ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথম এই ফাঁকা জায়গাগুলোর পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন ২০১৮ সালে। পরে ২০২১ সালে উল্কির কালি নিয়ে গবেষণা করলেন তাঁরা। সেখান থেকে জানা গেল, এসব ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গা আসলে বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলো পুরো দেহের মধ্যে জালের মতো যুক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা এই ব্যবস্থাকে বলেন ইন্টারস্টিটিয়াম। গত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা জানতেন, ত্বকের ভেতরে, নিচে এবং শরীরের অঙ্গগুলোর চারপাশে ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গা আছে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক রেবেকা ওয়েলস বলেছেন, 'দেখা যাচ্ছে, এটি শরীরে তরল চলাচলের তৃতীয় একটি ব্যবস্থা।' মানে রক্তসংবহন ও লসিকাতন্ত্রের পাশাপাশি শরীরে আরও একটি চলাচলব্যবস্থা হিসেবে এটি কাজ করছে।

মানবদেহের অঙ্গগুলোকে এখন আলাদা আলাদা না মনে করে একটি জালের মতো ব্যবস্থা হিসেবে ভাবা হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থার প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা শরীর নিয়ে আমাদের ধারণাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।

প্রায় ৪০০ বছর ধরে শারীরতত্ত্ববিদেরা জানতেন, শরীরে কোষ, খনিজ লবণ, পুষ্টি ও হরমোন পরিবহনের জন্য দুটি বড় ব্যবস্থা আছে। লসিকাতন্ত্র ও রক্তসংবহনতন্ত্র। ১৬২২ সালে ইতালীয় চিকিৎসক গাসপারে আসেল্লি একটি কুকুরের দেহ কেটে পরীক্ষা করার সময় লসিকাতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। আর ১৬২৮ সালে ইংরেজ চিকিৎসক ও শারীরবিদ উইলিয়াম হার্ভে প্রথম ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে হৃৎপিণ্ড ধমনি, কৈশিকনালি ও শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত পাম্প করে।

এর অনেক পরে মার্কিন শারীরতত্ত্ববিদ ও প্যাথলজিস্ট ফ্র্যাঙ্কলিন মল দেখিয়েছিলেন, মানবদেহের ভেতরের অঙ্গ, স্নায়ু, রক্তনালি, হাড় ও পেশিকে ঘিরে একটি আঁশযুক্ত সংযোজক টিস্যু রয়েছে। এটাই ফ্যাসিয়া। এটাও ১০০ বছর আগের ঘটনা। ফ্যাসিয়া শরীরকে ঠিক সেভাবেই ধরে রাখে, যেভাবে একটি বাড়ির দেয়ালের ভেতরের কাঠামো ঘরগুলোকে ধরে রাখে।

১৬২২ সালে ইতালীয় চিকিৎসক গাসপারে আসেল্লি একটি কুকুরের দেহ কেটে পরীক্ষা করার সময় লসিকাতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। আগে ধারণা ছিল, এই কাঠামোর ভেতরের ফাঁকা জায়গাগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত নয়। নিল থাইস ও রেবেকা ওয়েলসের গবেষণাই প্রথম দেখাল, এগুলো আসলে শরীরজুড়ে বিস্তৃত এক নেটওয়ার্ক। দেহের মধ্যে জালের মতো যুক্ত হয়ে ছড়িয়ে থাকা এই ব্যবস্থার নাম ইন্টারস্টিটিয়াম। ইন্টারস্টিটিয়ামের ভেতরটাকে কল্পনা করা যায় জেলির ভেতরে ডুবে থাকা মুরগির খাঁচার তারের জাল হিসেবে। এই তারের জাল হলো কোলাজেন নামে একটি প্রোটিন। ইন্টারস্টিটিয়ামের ভেতরে কোলাজেনের আঁশ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, যা শরীরের কাঠামোকে দৃঢ়তা দেয়। আর জেলির মতো স্পঞ্জি অংশটি তৈরি হয় হায়ালুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে। এটি পানি শোষণ করতে পারে এবং পানি ধরে রাখতে পারে। এই জেলির মধ্য দিয়েই তরল, কোষ ও নানা অণু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। এই নতুন ধারণা অনুযায়ী, শরীরের ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গাগুলো আসলে একটি বড় জালের অংশ। সেই জালের মধ্য দিয়ে তরল প্রবাহিত হয়ে আবার ফিরে যায় লসিকাতন্ত্র ও রক্তসংবহন ব্যবস্থায়। নিল থাইস, রেবেকা ওয়েলস ও তাঁদের সহকর্মীরা এই আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিলেন। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ডেভিড মেরিক বলেছিলেন, 'গবেষণাটি সত্যিই খুব বড় ছিল।' তবে সংযোজক টিস্যুর ভেতর দিয়ে শরীরে তরল চলাচলের ধারণা কিছু প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতেও পাওয়া যায়। প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোতেও বহু আগে থেকেই এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে, শুধু তখন অণুবীক্ষণযন্ত্র ছিল না। ২০২৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে নিল থাইস বলেছিলেন, চীনের একটি সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা শোনার পর প্রাচীন চীনা চিকিৎসাবিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমরা তো চার হাজার বছর ধরেই এ নিয়ে কথা বলছি।'

জেলির মতো স্পঞ্জি অংশটি তৈরি হয় হায়ালুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে। এটি পানি শোষণ করতে পারে এবং পানি ধরে রাখতে পারে। এই জেলির মধ্য দিয়েই তরল, কোষ ও নানা অণু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়।

বর্তমানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গবেষণার একটি ক্ষেত্র হলো ইন্টারস্টিটিয়ামের সঙ্গে আকুপাংচারের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা যাচাই করে দেখা। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, মাইগ্রেন, ঋতুভিত্তিক অ্যালার্জি কিংবা কেমোথেরাপিজনিত বমিভাব কমাতে আকুপাংচার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটি কীভাবে কাজ করে, তার সব ব্যাখ্যা এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। ইন্টারস্টিটিয়ামের আবিষ্কার হয়তো আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভাষায় সেই রহস্যের কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে পারে। ইন্টারস্টিটিয়ামের সম্পূর্ণ গুরুত্ব বুঝতে এখনো অনেক গবেষণা প্রয়োজন। তবে এরই মধ্যে কিছু আশা দেখা যাচ্ছে। গবেষক ডেভিড মেরিকের প্রাণীভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের ওজন বাড়লে শরীরের চর্বির চারপাশের ইন্টারস্টিটিয়ামে থাকা বিশেষ কিছু কোষ নতুন স্বাস্থ্যকর চর্বিকোষ তৈরি করতে পারে। এই স্বাস্থ্যকর চর্বিকোষ টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি এই বিশেষ কোষগুলোকে আরও বেশি স্বাস্থ্যকর চর্বিকোষ তৈরির দিকে ঠেলে দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির পথ খুলে যেতে পারে।

গবেষক রেবেকা ওয়েলস একজন পাকস্থলী ও অন্ত্ররোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন, ইন্টারস্টিটিয়ামের সংযোগ হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত কিছু রোগীর পিত্তনালিতেও অটোইমিউন রোগ দেখা দেয়। ধারণা করা হয়, অন্ত্র থেকে যেসব রোগপ্রতিরোধক কোষ, ব্যাকটেরিয়া বা ব্যাকটেরিয়ার অংশ যকৃতে পৌঁছায়, সেগুলো ইন্টারস্টিটিয়ামের পথ ধরে পিত্তনালিতে চলে যেতে পারে। গবেষক ডেভিড মেরিকের প্রাণীভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের ওজন বাড়লে শরীরের চর্বির চারপাশের ইন্টারস্টিটিয়ামে থাকা বিশেষ কিছু কোষ নতুন স্বাস্থ্যকর চর্বিকোষ তৈরি করতে পারে। ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রেও ইন্টারস্টিটিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আগেই জানতেন, ক্যানসার কোষ লসিকাতন্ত্র ব্যবহার করে শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এখন প্রমাণ মিলছে, টিউমারের কোষ হয়তো প্রথমে ইন্টারস্টিটিয়ামের তরলপ্রবাহের ভেতর দিয়ে এগিয়ে পরে লসিকাতন্ত্রে পৌঁছায়। নিল থাইসের মতে, স্তন, ফুসফুস, কোলন, অগ্ন্যাশয় ও ত্বকের ক্যানসারসহ বহু ধরনের ক্যানসারকে ইন্টারস্টিটিয়ামের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। এই সময় এরা হায়ালুরোনিক অ্যাসিড ভেঙে সামনে আগায়। নারমাফোটিনিব নামে একটি ওষুধ টিউমার কোষের ইন্টারস্টিটিয়ামের ভেতর চলাচল বাধাগ্রস্ত করে। অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের প্রাথমিক পরীক্ষায় এটি আশা করার মতো ফলাফল দেখিয়েছে। এটি কেমোথেরাপির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী হাইড্রার শরীরেও মেসোগ্লিয়া নামে তরলভরা সংযোজক টিস্যু আছে। ইন্টারস্টিটিয়ামের মতো এটিতেও কোলাজেন ও জেলির মতো পদার্থ রয়েছে। এমনকি উদ্ভিদের মধ্যেও ইন্টারস্টিটিয়ামের মতো একটি ব্যবস্থা আছে বলে মনে করা হয়, যাকে বলা হয় অ্যাপোপ্লাস্ট। এটি কোষঝিল্লির বাইরে পানি ও পুষ্টি পরিবহণ করে। শরীরে তৃতীয় এই তরলসংবহন ব্যবস্থার আবিষ্কার হয়তো মানবদেহ সম্পর্কে আগের ধারণাকে পুরোপুরি পাল্টে দেবে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, কিশোর আলো

সূত্র: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দিদের কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার, সুপার ও চিফ কন্ট্রোলার সাসপেন্ড

কলকাতা, ১৫ মে (আইএএনএস): সংশোধনাগারের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহারের দীর্ঘদিনের সমস্যার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দক্ষিণ কলকাতার রাজ্যের বৃহত্তম সংশোধনাগার প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমের সুপারিনটেনডেন্ট এবং চিফ কন্টোলারকে শুক্রবার সাসপেন্ড করা হয়েছে।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমে একটি বড়সড় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কারেকশনাল সার্ভিসেসের ডিজি নটরাজন রমেশ বাবু এবং কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ভি.এস.আর. অনন্তনাগ।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিযানের পর বন্দিদের কাছ থেকে একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রবণতা চলছিল, যা হয় পূর্ববর্তী সরকারের গাফিলতি নয়তো প্রত্যক্ষ মদতেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন, "সংশোধনাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের ঘটনা সম্ভব নয়। মোবাইল উদ্ধারের ঘটনার পর প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমের সুপারিনটেনডেন্ট এন. কুজুর এবং চিফ কন্টোলার দীপ্ত ঘোষকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের অন্যান্য সংশোধনাগারেও একই ধরনের অভিযান চালানো হবে, যাতে বন্দিরা জেলের ভিতর থেকে মোবাইল ব্যবহার করে অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালাতে না পারে।

তিনি সংশোধনাগারের কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, "অপরাধে সহায়তা করা অপরাধ করার সমান। তাই যারা অপরাধে জড়িত বা অপরাধে সহায়তা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এছাড়াও, প্রেসিডেন্সি জেল থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত সিম কার্ডগুলি কার নামে নথিভুক্ত রয়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ওড়িশায় জ্বালানির সংকট নেই, আতঙ্কিত হবেন না: খাদ্য ও ভোক্তা কল্যাণমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ১৫ মে (আইএএনএস): ওড়িশায় পেট্রল ও ডিজেলের কোনও ঘাটতি নেই বলে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করলেন খাদ্য সরবরাহ ও ভোক্তা কল্যাণমন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র। শুক্রবার তিনি সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানান।

গত বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রল পাম্পে দীর্ঘ লাইন এবং একাধিক পাম্প বন্ধ থাকার খবর সামনে আসার পর পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে এবং মানুষের আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত কেনাকাটার কোনও প্রয়োজন নেই।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "মানুষ মনে করছেন ভবিষ্যতে পেট্রল-ডিজেল পাওয়া যাবে না, তাই ভিড় করছেন। কিন্তু ওড়িশায় এমন কোনও সমস্যা নেই। পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ রয়েছে।"

মন্ত্রী আরও বলেন, কিছু মানুষ একসঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ লিটার পর্যন্ত জ্বালানি কিনছেন, যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এই ধরনের অতিরিক্ত মজুতের প্রবণতাই অন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, "আগে কোনও সমস্যা ছিল না, কিন্তু আতঙ্কে অতিরিক্ত কেনাকাটার কারণেই এখন দীর্ঘ লাইন তৈরি হচ্ছে। আমরা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করব যে জ্বালানির কোনও অভাব নেই।"

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ববাজারের চাপের কথা উল্লেখ করে তিনি সাধারণ মানুষকে জ্বালানির সঠিক ও সংযত ব্যবহার করার পরামর্শও দেন। তাঁর বক্তব্য, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যার প্রভাব জ্বালানির বাজারে পড়েছে।

মন্ত্রী জানান, সরকার পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, তেল শিল্পের রাজ্য সমন্বয়কারী এবং আইওসিএল-এর প্রধান জেনারেল ম্যানেজার কমল শীল জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল), হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল), রিলায়েন্স এবং নায়ারা-সহ সব সংস্থার কাছেই পর্যাপ্ত পেট্রল ও ডিজেল মজুত রয়েছে।

তিনি সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি কেনা বা মজুত না করার আবেদন জানিয়েছেন।

দিল্লিতে সোনার কারিগরকে বন্দুক দেখিয়ে ডাকাতি, ৫ অভিযুক্ত গ্রেফতার; উদ্ধার ২১টি সোনার চেন ও নগদ টাকা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): দিল্লির পূর্ব জেলা পুলিশ এক সোনার কারিগরকে লক্ষ্য করে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনার কিনারা করে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে দু'জন মূল অভিযুক্ত এবং তিনজন সহযোগী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ২৫০ গ্রাম ওজনের ২১টি ছিনতাই হওয়া সোনার চেন এবং ২.৩১ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, লুট হওয়া সম্পত্তির প্রায় ৯০ শতাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ মে রাত প্রায় ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। সুকুমার ধাড়া নামে এক স্বর্ণকার, যিনি গত ২২ বছর ধরে মান্ডাওয়ালিতে ব্যবসা করছেন, দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দুই সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায় এবং তাঁর স্কুটি ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। স্কুটিতে ২৩টি সোনার চেন, কিছু সোনার গয়না, ৩ লক্ষ টাকা নগদ এবং একটি মোবাইল ফোন ছিল বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার পর ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রীত বিহার থানায় মামলা দায়ের হয়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পূর্ব জেলার স্পেশাল স্টাফ এবং প্রীত বিহার থানার যৌথ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধস্থলে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় তদন্তকারীদের গত ১০ দিনে বিভিন্ন রুটে থাকা ৬০০-রও বেশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে হয়।

তদন্তে দেখা যায়, অভিযুক্তরা বিকাশ মার্গ, দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে, সিগনেচার ব্রিজ, ভজনপুরা ও ঘোন্ডা হয়ে পালিয়ে যায়। পরে উত্তর-পূর্ব দিল্লির জাফরাবাদ এলাকায় তাদের লুকানোর জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়।

দন্তে আরও জানা যায়, নজরদারি এড়াতে অভিযুক্তরা একাধিক কৌশল নেয়। তারা ছিনতাই করা স্কুটি ফেলে দেয়, তিনবার পোশাক পরিবর্তন করে, বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে এবং মোবাইল ফোন একটি চলন্ত গাড়িতে ছুড়ে ফেলে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করে।

ধৃতদের পরিচয় বিজয় কুমার (৩০), সুনীল (৩৫), অর্জুন (২৬), আনন্দ (২১) এবং হরিশ (৪২)। পুলিশ জানিয়েছে, বিজয় ও সুনীল মূল ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ছিল। অর্জুন ও আনন্দ রেকি করেছিল এবং হরিশ তথ্যদাতার ভূমিকা পালন করেছিল।এছাড়াও পুলিশ লুট হওয়া গয়নার ব্যাগ, ফ্লুরোসেন্ট জ্যাকেট, ঘটনার সময় পরা পোশাক, হেলমেট এবং পিঠের ব্যাগও উদ্ধার করেছে।

পূর্ব জেলার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার জানান, ধারাবাহিক সিসিটিভি বিশ্লেষণ, প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং মাঠপর্যায়ের সমন্বিত অভিযানের মাধ্যমেই এই মামলার সমাধান সম্ভব হয়েছে।ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

আজাদি নয়, শরিয়া আইনই ছিল লক্ষ্য: আল-কায়েদার ব্যানারকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করেছিল ফরিদাবাদ মডিউল

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): ফরিদাবাদ মডিউল ভেঙে দেওয়ার পর প্রথমদিকে সেটিকে জইশ-ই-মোহাম্মদ (জেইএম)-এর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হলেও, তদন্তে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) জানতে পেরেছে যে মডিউলটি আল-কায়েদা-ঘনিষ্ঠ আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ)-এর ব্যানারে কাজ করছিল। ভারতের প্রেক্ষাপটে জেইএমের তুলনায় এই সংগঠনটি অনেক কম পরিচিত।

এনআইএ সূত্রে জানা গেছে, পেশায় চিকিৎসক উমর উন নবী-এর নেতৃত্বাধীন এই মডিউল যুবকদের আকৃষ্ট করতে সাময়িকভাবে জেইএমের নাম ব্যবহার করেছিল। তদন্তকারীদের মতে, এজিইউএইচ-এর তুলনায় জেইএমের নাম যুবসমাজের মধ্যে বেশি পরিচিত হওয়ায় এই কৌশল নেওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে মডিউলটিকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত বলে মনে হলেও তদন্তে উঠে এসেছে, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যুক্ত জম্মু-কাশ্মীরের কিছু ব্যক্তি তাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছিল।

তদন্তকারীরা জানান, এজিইউএইচ মূলত জম্মু-কাশ্মীরে সক্রিয় থাকলেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সংগঠনটি আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত, জেইএম বা লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে নয়।

তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিকের দাবি, এটি ছিল একটি পরিকল্পিত কৌশল। জেইএম বা লস্করের নাম এলেই পাকিস্তানের যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর সেই কারণেই আইএসআই বিষয়টিকে আড়ালে রাখতে চেয়েছিল।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্ত ফরিদাবাদ মডিউলটি বাস্তবে স্বাধীন ছিল না। জম্মু-কাশ্মীরে সক্রিয় আইএসআই-ঘনিষ্ঠ কিছু হ্যান্ডলার মডিউলটির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করছিল।

মডিউলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ডাঃ শাহীন শহীদ-এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল জম্মু-কাশ্মীরের মুফতি ইরফান আহমেদ ওয়াগে-এর। তদন্তকারীদের মতে, লজিস্টিক সহায়তা ও সদস্যদের উগ্রপন্থায় প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

তদন্তে আরও জানা গেছে, এই মডিউলের লক্ষ্য কাশ্মীরের 'আজাদি' বা স্বাধীনতা নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা। সদস্যদের বিশ্বাস ছিল, শরিয়া আইন চালু হলে জম্মু-কাশ্মীরকে প্রকৃত অর্থে 'মুক্ত' করা সম্ভব হবে।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, শুধু জম্মু-কাশ্মীর নয়, দিল্লি-সহ বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণের পরিকল্পনাও করা হচ্ছিল। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল আতঙ্ক সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তোলা।এক গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, ফরিদাবাদ মডিউল 'আজাদি'-র রাজনৈতিক স্লোগান থেকে সরে এসে ধর্মীয় প্রচারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে ধর্মীয় মতাদর্শ সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলবে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, মডিউলটির কার্যপদ্ধতিতে আল-কায়েদা বা আইএস-এর মতো জঙ্গি সংগঠনের কৌশলের মিল পাওয়া গেছে। যুবকদের প্রভাবিত করতে অনলাইন বার্তা ও মতাদর্শ প্রচারে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছিল বলেও জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

শত্রুভাবাপন্ন দেশ ছাড়া হরমুজ প্রণালী সবার জন্য খোলা: ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত দেশগুলি বাদে বিশ্বের সব দেশের জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী খোলা রয়েছে বলে জানালেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে আরাঘচি বলেন, ইরান এখনও বিভিন্ন দেশের জাহাজ চলাচলে সহায়তা করে চলেছে এবং ইতিমধ্যেই একাধিক ভারতীয় জাহাজকে নিরাপদে পথ পার করতেও সাহায্য করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া আমাদেরও ইচ্ছা। আমাদের দিক থেকে প্রণালী খোলা রয়েছে এবং সব জাহাজ চলাচল করতে পারে। শুধুমাত্র যেসব দেশ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত, তাদের জাহাজ ব্যতিক্রম।"

আরাঘচি আরও জানান, সমুদ্রপথে মাইন ও অন্যান্য বাধা থাকায় যেসব জাহাজ চলাচল করতে চায়, তাদের ইরানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। তিনি বলেন, "আমরা তাদের নিরাপদে পথ দেখিয়ে দেব। যেমনটা বহু ভারতীয় জাহাজের ক্ষেত্রেও করেছি। নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করা আমাদের নীতি এবং স্বার্থের অংশ।"

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেই ইরান প্রমাণ করেছে যে তারা পরমাণু অস্ত্র চায় না।

তিনি বলেন, "আমরা বহুবার জানিয়েছি যে পরমাণু অস্ত্র আমাদের নীতি নয়। আমাদের পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ এবং আমরা সবসময়ই এর শান্তিপূর্ণ চরিত্র নিয়ে আস্থা গড়ে তুলতে প্রস্তুত।"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরোক্ষ অভিযোগ তুলে আরাঘচি বলেন, এই অঞ্চলের অস্থিরতার মূল কারণ আমেরিকার আগ্রাসন। তাঁর দাবি, সংঘাত শেষ হলে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।তিনি আরও জানান, "আগ্রাসন শেষ হলে সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। আমরা ও ওমান যৌথভাবে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করছি।"উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত শুরুর পর এটাই ছিল তেহরানের প্রথম উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক উদ্যোগ। তিন দিনের সরকারি সফরে বুধবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছান আরাঘচি।প্রসঙ্গত, পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের সংযোগকারী হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও এলএনজি সরবরাহ এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। সাম্প্রতিক সংঘাতের জেরে এই অঞ্চলের উত্তেজনা বিশ্ব জ্বালানি বাজারেও প্রভাব ফেলেছে।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি: চারবার এড়িয়ে অবশেষে ইডি দফতরে হাজির প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের বহুচর্চিত কোটি টাকার পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চারবার তলব এড়ানোর পর অবশেষে শুক্রবার ইডি-র সল্টলেক দফতরে হাজির হলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী রথিন ঘোষ।

সম্প্রতি সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হলেও, উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকে টানা চতুর্থবারের মতো বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন রথীন ঘোষ।

শুক্রবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ তিনি সল্টলেকে ইডি দফতরে পৌঁছন। দফতরে প্রবেশের আগে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কেন তাঁকে তলব করা হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা নেই।

গত মাসে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার নোটিস পাঠিয়েছিল। তবে নির্বাচনী ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে তিনি চারটি তলবই এড়িয়ে যান। অবশেষে শুক্রবার তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজির হন।

এর আগে চলতি সপ্তাহেই একই পুরসভা নিয়োগ মামলায় প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস-কে গ্রেফতার করে ইডি। ১১ মে প্রায় ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

পরদিন তাঁকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ২১ মে পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠান।

এখন দেখার বিষয়, প্রাক্তন মন্ত্রিসভার সহকর্মী সুজিত বসুর মতো রথীন ঘোষের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয় কি না, নাকি জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইডি সূত্রে জানা যায়, এই পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির সূত্র প্রথম সামনে আসে আয়ান শিল-এর বাড়িতে স্কুল চাকরি দুর্নীতি সংক্রান্ত অর্থ পাচার মামলায় তল্লাশি চালানোর সময়।

পরে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-ও কলকাতা হাইকোর্ট এর নির্দেশে সমান্তরাল তদন্ত শুরু করে।

তদন্ত যত এগোতে থাকে, ততই রাজ্যের একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মন্ত্রী এবং শাসকদলের নেতাদের নাম উঠে আসতে শুরু করে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি।

হান্টাভাইরাসকে 'বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ' ঘোষণা করল থাইল্যান্ড, জারি কড়া নজরদারি

ব্যাঙ্কক, ১৫ মে (আইএএনএস): হান্টাভাইরাসকে 'বিপজ্জনক সংক্রামক রোগ' হিসেবে ঘোষণা করল থাইল্যান্ড। শুক্রবার দেশটির জাতীয় সংক্রামক রোগ কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। এর ফলে সন্দেহভাজন রোগীর ক্ষেত্রে দ্রুত রিপোর্টিং, তদন্ত এবং উচ্চ ঝুঁকির সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জন্য কঠোর কোয়ারান্টিন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও সন্দেহভাজন রোগীর তথ্য তিন ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে। রোগ সংক্রান্ত তদন্ত ১২ ঘণ্টার মধ্যে শুরু করতে হবে এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জন্য ৪২ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারান্টিন কার্যকর হবে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে হান্টাভাইরাস ছড়াতে পারে এবং কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই কারণেই ভাইরাসটিকে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপের জন্য নজরদারি, ল্যাব পরীক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসা এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগএই চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জরুরি কর্মপরিকল্পনা চালু করা হচ্ছে।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্থায়ী সচিব সোমরুয়েক চুংসামান জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক প্রবেশপথগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি দেশজুড়ে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য দফতরগুলিকে সম্ভাব্য আক্রান্তদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, যাঁদের ইঁদুরের সংস্পর্শে আসার ইতিহাস রয়েছে অথবা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন এবং যাঁদের প্রবল জ্বর ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, তাঁদের দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হান্টাভাইরাস মূলত ইঁদুরবাহিত ভাইরাসের একটি গোষ্ঠী, যা মানুষের মধ্যে গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণত সংক্রমিত ইঁদুরের প্রস্রাব, মল বা লালার সংস্পর্শে এলে এই সংক্রমণ হয়। এছাড়া দূষিত পৃষ্ঠ স্পর্শ করলেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইঁদুরে ভরা ঘর বা ভবন পরিষ্কার করার সময় সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। গ্রামীণ এলাকা, বনাঞ্চল, কৃষিজমি বা খামার এলাকায় সাধারণত এই রোগের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরে তিনস্তরীয় কৌশল শুভেন্দু সরকারের

কলকাতা, ১৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)-কে জমি হস্তান্তরের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-এর নেতৃত্বাধীন নতুন বিজেপি সরকার তিনস্তরীয় কৌশল গ্রহণ করেছে।

রাজ্য প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সীমান্তবর্তী অরক্ষিত এলাকাগুলির কাছে থাকা সরকারি জমি দ্রুত বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর ফলে প্রথম পর্যায়ে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় ধাপে সীমান্ত সংলগ্ন ব্যক্তিগত জমির মালিকদের বাজারদরের চেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরে সেই জমিও বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করা যায়।

তৃতীয় ধাপে অরক্ষিত সীমান্তের কাছাকাছি দখল হয়ে থাকা জমি পুনরুদ্ধার করে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, জমি হস্তান্তরের প্রথম ধাপের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর থেকে মোট ৪৫ দিনের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই পুরো প্রক্রিয়ার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-কে। তাঁকে 'উন্নয়নমূলক কাজের প্রধান সমন্বয়কারী' হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-কে জমি দেওয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই অমীমাংসিত ছিল। অভিযোগ, পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অনীহার কারণেই বিষয়টি আটকে ছিল।

সম্প্রতি সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার 'সঙ্কল্প পত্র'-এ এই প্রতিশ্রুতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্তই হবে সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলির একটি।

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি-র সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবিবর্তিত পরিস্থিতি, তার আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য আরাঘচিকে স্বাগত জানান জয়শঙ্কর।বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জয়শঙ্কর লেখেন, ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং তার বহুমুখী প্রভাব নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ও উঠে এসেছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর এটি ভারতের সঙ্গে ইরানের প্রথম উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক যোগাযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ব্রিকস বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অঞ্চলের অব্যাহত উত্তেজনা, সমুদ্রপথে চলাচলের ঝুঁকি এবং জ্বালানি অবকাঠামোর উপর প্রভাব বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি করছে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক জলপথ, বিশেষত হরমুজ প্রণালী এবং লোহিত সাগর দিয়ে নিরাপদ ও বাধাহীন সামুদ্রিক চলাচল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জয়শঙ্কর আরও বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান। সংঘাত সমাধানে আলোচনাই দীর্ঘমেয়াদি এবং কার্যকর পথ।

অন্যদিকে ব্রিকস বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে আরাঘচি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর অভিযোগ, ইরান "অবৈধ ও নির্মম আগ্রাসনের" শিকার হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, ইরানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মূল্যায়নের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ঘিরে বিশ্ব জ্বালানি বাজারেও প্রভাব পড়েছে। ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই জলপথ দিয়েই পরিবাহিত হয়।

জুবিন গর্গ মৃত্যু মামলায় আজ জামিন শুনানি মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তের

গুয়াহাটি, ১৫ মে (আইএএনএস): অসমের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ-এর মৃত্যু মামলায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত উৎসব আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের জামিনের আবেদন নিয়ে শুক্রবার শুনানি হবে গৌহাটি হাইকোর্ট-এ। বিচারপতি মৃদুল কুমার কলিতা-র আদালতে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। এর আগে ১৩ মে শুনানির দিন নির্ধারিত থাকলেও তা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর গৌহাটি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন শ্যামকানু মহন্ত। তাঁর আইনজীবী আজ শুনানিতে আইনি ভিত্তিতে জামিনের আবেদন জানাবেন বলে জানা গিয়েছে।সম্প্রতি একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত মহন্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। শুনানির সময় অভিযুক্তের পক্ষ থেকে একাধিক যুক্তি তুলে ধরা হলেও সরকারি পক্ষ তার বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত ওই পর্যায়ে জামিন দিতে অস্বীকার করে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের লাজারাস দ্বীপের কাছে সাঁতার কাটার সময় জুবিন গর্গের মৃত্যু হয়। ঘটনার একদিন পরেই এনইআইএফ ব্যানারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁর পারফর্ম করার কথা ছিল।ঘটনার পর অসম পুলিশের সিআইডি-র গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) দীর্ঘ তদন্ত চালিয়ে গত ডিসেম্বরে চার্জশিট জমা দেয়। সেই চার্জশিটে শ্যামকানু মহন্ত-সহ মোট সাতজনের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এর আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিধানসভায় এই ঘটনাকে "স্পষ্ট ও সরল খুন" বলে মন্তব্য করেছিলেন।

তবে অন্যদিকে, সিঙ্গাপুর পুলিশের পৃথক তদন্তে বলা হয়েছিল, জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি।তা সত্ত্বেও অসম প্রশাসন জানিয়েছে, বিদেশি তদন্তের রিপোর্ট রাজ্যের চলমান তদন্ত বা বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে না।এই মামলাটি ইতিমধ্যেই জনমনে এবং রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আজকের জামিন শুনানিকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১,৮৬৫ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৮৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে-র শেষ দিকে অথবা জুনে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ১,৮৬৫ জন নিয়োগ হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৯ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ১,৮৬৫টির মধ্যে ৮২৩টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২৮৯টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ১৩১টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৪৪৭টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ১৭৫টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৯৮টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০টি প্রশ্ন, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় পাবেন ৬০ মিনিট। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এন্ড রিজনিং এপ্টি টিউড, কম্পিউটার অথবা সাবজেক্ট নলেজ, নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে মে-র শেষ দিকে অথবা জুন মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে।

সরকার পরিচালিত দপ্তর ও প্রজেক্ট মিশনে ৫৭ জন এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে বিভিন্ন মিশনে অর্থাৎ রাজ্য সরকারের অধীনে বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটিতে এমটিএস, রিসোর্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, মবিলিটি ইন্সট্রাক্টার, প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট, ফিনান্স অফিসার, ফিনান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিবিটি/ ৮ (২২) / ২০২০/ পি-টু/ ৩৯২৭ তারিখ ৩০-০৪-২০২৬ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, রাজ্য সরকারের অধীনে বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটিতে এমটিএস, রিসোর্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, মবিলিটি ইন্সট্রাক্টার, প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট, ফিনান্স অফিসার, ফিনান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২২-০৫-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে।পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২২ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২২ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্ট অর্থাৎ ইউপিআই/ নেট ব্যাঙ্কিং-এ পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ ঃ রিসোর্ট ম্যানেজার, শূন্যপদ ৫টি, অসংরক্ষিত ৩টি (মহিলা সংরক্ষিত ১টি), এসটি ১টি, এসসি ১টি সংরক্ষিত। আইটেম নং - ২ ঃ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রুপ-ডি), শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত তবে মহিলা প্রার্থীর জন্য । আইটেম নং - ৩ ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, শূন্যপদ ৩টি, ২টি পদ অসংরক্ষিত, ১টি এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৪ ঃ অকুপেশন্যাল থেরাপিস্ট, শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত। আইটেম নং - ৫ ঃ প্রোস্থেটিস্ট/ অর্থোটিস্ট টেকনেশিয়ান, শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত। আইটেম নং - ৬ ঃ অডিওলজিস্ট এন্ড স্পিচ থেরাপিস্ট, শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত। একইভাবে আইটেম নং ২৫ পর্যন্ত প্রতিটি পদের নাম, শূন্যপদের সংখ্যা ও বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতনক্রম, বয়সের উর্ধ্বসীমা, নিযুক্তির ডিপার্টমেন্ট বা এজেন্সি সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে। উল্লেখ্য, সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক, ১১ মাসের জন্য। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, নিয়োগকারী দপ্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (সিআরপিএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৯,১৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র টেকনেশিয়ান, সুপারভাইজর (কারেন্সি নোট প্রেস),**
শূন্যপদ ঃ ৫৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১৮৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে/ জুনে, আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (টেরিটোরিয়াল আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার গ্রেড-বি (আর.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, অপারেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, আধার পরিষেবা কেন্দ্র),**
শূন্যপদ ঃ ৩৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮ ও ততোর্ধ্ব বছর, বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পুলিশ (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
নিজ নিজ পুলিশ স্টেশনে সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **চীফ অপারেটিং অফিসার (ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ৪০-৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, রিসোর্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, মবিলিটি ইন্সট্রাক্টার, প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট, ফিনান্স অফিসার, ফিনান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্ড সুপারভাইজর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরমেন, টেকনেশিয়ান (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৩৮৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুন/ জুলাইয়ে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পুলিশে মাধ্যমিক পাশদের থেকে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ঃ দরখাস্ত ২০ মে-র মধ্যে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা পুলিশে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬,৩৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), নিজ নিজ পুলিশ স্টেশনে সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

স্পেশাল এক্সিকিউটিভ-দের কাজ হবে মুখ্যত পুলিশের সঙ্গে সমাজের সকল স্তরের প্রয়োজনীয় লোকদের সমন্বয় সাধন করার বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ানো। সারা রাজ্য জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা ৬,৩৬৭ হলেও পরবর্তী সময়ে সেটি বাড়তেও পারে বলে সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা হিসেবে সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হবে। বয়স ০১-০১-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২১-৫০ বছর হতে হবে। এসসি/ এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ২১-৫৫ বছর হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। তবে তা অবশ্যই স্বীকৃত বোর্ড বা কাউন্সিল থেকে হতে হবে। উচ্চশিক্ষিতারাও আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ী বসবাসকারী হতে হবে এবং স্থানীয় ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারী আইন ভঙ্গকারীর অভিযোগ থাকা চলবে না। কোনও মামলায় বিচারাধীন প্রার্থী হলেও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে না। পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রার্থীরাই এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে, সাদা কাগজের এক পিঠে লিখে অথবা টাইপ করে। নির্দিষ্ট স্থানে ফটো সাঁটিয়ে দেবেন। নির্দিষ্ট কলামে ফোন নম্বর এবং ই-মেইল আইডি উল্লেখ করবেন। দরখাস্তের নির্দিষ্ট বয়ান পেয়ে যাবেন ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইটে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করে। পূরন করা দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত (সেল্ফ এটেস্টেড) নকল সহ জমা দিতে হবে ২০ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ মে। দরখাস্ত জমা দেবেন নিজ নিজ স্থায়ী ঠিকানার পুলিশ স্টেশনে ও.সি-র কাছে। এক এলাকার প্রার্থী, অন্য এলাকার পি.এস-এ আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন না। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট স্ক্রিনিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে মেধাভিত্তিক প্রার্থীবাছাই হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এই নিয়োগ মূলতঃ ৩ বছরের জন্য। তবে দপ্তরের প্রয়োজনে নিযুক্তির মেয়াদকাল পরবর্তী সময়ে বাড়তেও পারে। বলা বাহুল্য, দরখাস্তের বয়ান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, সাম্মানিক মাসিক ভাতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবেন ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইটে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, দরখাস্ত পূরনের কৌশল জানা সহ এ ধরনের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা বা নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট, ২০০৭ (সংশোধন ২০২২ সালে) অনুযায়ী এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। মোট কথা রাজ্যের চাকুরি প্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ। ত্রিপুরা পুলিশে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২০ মে-র মধ্যে। শূন্যপদ ঃ ৬,৩৬৭টি বলা হলেও তা পরবর্তী সময়ে দপ্তরের প্রয়োজনে বাড়তেও পারে এবং কমতেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বোর্ড বা কাউন্সিল থেকে মাধ্যমিক পাশ হলেও উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। বয়স ঃ ২১-৫০ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। যেমন এসসি/ এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫৫ বছর। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। উল্লেখ্য, সারা রাজ্যের জন্য মোট শূন্যপদ ৬,৩৬৭টির মধ্যে জেলা ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যাঃ ক্রমিক নং (১), জেলা - পশ্চিম ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ১,৫৬৫টি। ক্রমিক নং (২), জেলা - সিপাহিজলা ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৮৩৯টি। ক্রমিক নং (৩), জেলা - গোমতি ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৭৬৯টি। ক্রমিক নং (৪), জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৭৫২টি। ক্রমিক নং (৫), জেলা - খোয়াই ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৫৭১টি। ক্রমিক নং (৬), জেলা - ধলাই ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৬৬৪টি। ক্রমিক নং (৭), জেলা - উত্তর ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৭১৯টি। ক্রমিক নং (৮), জেলা - ঊনকোটি ত্রিপুরাঃ শূন্যপদ ৪৮৮টি। বলা বাহুল্য, প্রার্থীদের বাছাই করা হবে সর্বাধিক ১০০ নম্বরের একটি নির্দিষ্ট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ বিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এদিকে, পুলিশ মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, সাম্মানিক ভিত্তিতে স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ৬,৩৬৭টি পদের জন্য নতুন করে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইট পুলিশ.ত্রিপুরা.গভ.ইন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি ০৩-১১-২০২২ তারিখের পূর্ববর্তী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে জারি করা হয়েছে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * সিআরপিএফ-এ **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯,১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কারেন্সি নোট প্রেসে **জুনিয়র টেকনেশিয়ান, সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে/ জুনে, আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* টেরিটোরিয়াল আর্মিতে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আরবিআই বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **অফিসার গ্রেড-বি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে আধার পরিষেবা কেন্দ্রে **সুপারভাইজর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮ ও ততোর্ধ্ব বছর, বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা পুলিশে **স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পুলিশ** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), নিজ নিজ পুলিশ স্টেশনে সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কে **চীফ অপারেটিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ৪০-৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটিতে **এমটিএস, রিসোর্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, মবিলিটি ইন্সট্রাক্টার, প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, একাউন্ট্যান্ট, ফিনান্স অফিসার, ফিনান্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্ড সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরমেন, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* মেট্রো রেলে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুন/ জুলাইয়ে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ব্রিকস বৈঠকের ফাঁকে মালয়েশিয়া, উগান্ডা ও কিউবার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে শুক্রবার একাধিক দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।

প্রথমে মালয়েশিয়ার বিদেশমন্ত্রী মোহাম্মদ হাসান-এর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দুই দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র মালয়েশিয়া সফরের ফলাফল নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

বৈঠকের পরে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জয়শঙ্কর জানান, মালয়েশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

এরপর উগান্ডার বিদেশমন্ত্রী ওডোঙ্গো জেজে আবুবখর-এর সঙ্গে বৈঠকে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও প্রবাসী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও মতবিনিময় করেন দুই নেতা।

জয়শঙ্কর এক্স-এ জানান, ভারত ও উগান্ডার দীর্ঘদিনের সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি ও প্রযুক্তি নির্ভর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া কিউবার বিদেশমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ পারিলা-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে স্বাস্থ্য, উন্নয়নমূলক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রকের মধ্যে নিয়মিত কূটনৈতিক পরামর্শ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বিনিময়ও হয় বলে জানা গেছে।

জয়শঙ্কর জানান, ভারত ও কিউবার মধ্যে স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

এদিন সকালে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। সেখানে পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি, তার আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে আয়োজিত ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আরাঘচিকে স্বাগতও জানান তিনি।

PNIT NO: e-PT-V/EE/RDD/ABS-DIV/JNR/2026-27, DATED-12/05/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 19-05-2026 for 01 (One) no. Internal Electrification work under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9862637901 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.

ICA/C-434/26

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-07/EE/RD/KGT/ DIV/TEN/ 2026-27 Dated 13/05/2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/05/2026 for 06 (six) number works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-427/26

ExecutiveEngineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, District

NOTICE INVITING e-TENDER

The Supdt. Of Fisheries, Teliamura, Khowai Tripura invites e-Tender for HIRING OF ONE MARUTI ECO/ OMNI (having commercial registration/permit) vehicle for official use through e-procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in

Sl No.	Scope of Work	Tender Value	EMD (Rs)	Tender Fee (Rs)	Closing Date
1	Hiring of One Maruti ECO/ OMNI(Having Commercial registration/ permit) Vehicle for offiicial Use	Rs. 3,03,600	Rs. 6072	Rs. 1,00/- (Non-Refundable)	01/06/2026 Upto 3.00 PM

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

ICA/C-438/26

Ajit Debbarma
Supdt of Fisheries
Teliamurar, Khowai Tripura

NOTIFICATION

Pertaining to 7th phase counselling for the contractual vacant posts of BRP (English, SC-01), BRP (Pure Science, ST-01) BRP (History, ST-01,) & BRP (Geography, UR-02, SC-01, ST-01) under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F.1(1-2)-SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019/10450-51 dated 20.09.2023 against subjects as specified in the said Notifications, and have not applied for engagement against the said post at the O/o the District Project Coordinator, Unakoti District may apply for the same as per prescribed Format "A" available at this establishment. Notification also uploaded @ https://sseducation.tripura.gov.in/.

Further, pertaining to 7th phase counselling for the contractual vacant posts of CRP under Samagra Shiksha, Tripura, those candidates who are listed in the Notification No.F.1(1-2)-SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019(L)/10642 dated 03.10.2023 and have not applied for engagement against the said post at the O/o the District Project Coordinator, Unakoti District may apply for the same as per prescribed Format "B" available at this establishment. Notification also uploaded @ https://sseducation.tripura.gov.in/

1) Scheduled periods of counselling are as follows:-

Counselling Session No.	Period	Time	Venue
1	28/05/2026	11:00 am to 5:00 PM	District Education Office, 2nd Floor of Sriniketan Shopping Complex, Kailashahar, Unakoti, Tripura
2	29/05/2026		

2) Documents required to be submitted by the concerned candidates along with referred application formats are as follows:-

URP/BRP	CRP
2) Post Graduation Certificate/Marksheet	1) Graduation Certificate/Marksheet
3) B.Ed. Certificate/Marksheet	2) B.Ed. Certificate/Marksheet
4) Teaching Experience Certificate	3) Teaching Experience Certificate
5) Caste Certificate	4) Caste Certificate
6) Date of Birth Certificate	5) Date of Birth Certificate

Scrutiny teams at the District Project Office shall verify the documents pertaining to the post applied for and if not found in order then the candidature of the said candidate(s) shall be liable to be rejected/dismissed.

ICA/D-187/26

[Rajesh Debbarma]
District Project Coordinator
(District Education OfficerI/C)
Samagra Shiksha,
Unakot District, Kailashahar

বিশ্ব সংকটের কূটনৈতিক সমাধানে ভূমিকা রাখবে মোদির পাঁচ দেশ সফর: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতজনিত বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র পাঁচ দেশ সফর ভারতের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংকটের 'কূটনৈতিক সমাধান' খোঁজার পথ সুগম হবে বলে শুক্রবার দাবি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

১৫ থেকে ২০ মে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি সফরে রয়েছেন। শক্তি, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং বাণিজ্যসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য।

আইএএনএস-কে বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, এই সফরে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান আরও জোরালোভাবে তুলে ধরবেন, যা দেশের কূটনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিহারের মন্ত্রী রাম কৃপাল যাদব বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে বহু ভারতীয় কর্মরত রয়েছেন এবং সেই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন।

অন্যদিকে বিহারের আরেক মন্ত্রী দিলীপ জয়সওয়াল আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ডিজেল ও পেট্রলের ব্যবহার কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবেদন ইতিমধ্যেই কার্যকর হতে শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন, উপসাগরীয় দেশ-সহ অন্যান্য রাষ্ট্র সফরের মাধ্যমে এই সমস্যার কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী।

সতীশ মহানা-র মতে, প্রধানমন্ত্রী সবসময় ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করেন। বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং চলমান বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় এই সফর সফল হবে বলেও তিনি আশাবাদী।

একই সুরে বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, এই সফর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিজেপি সাংসদ গোলাম আলী খাটানা বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। তাঁর দাবি, আগে যেসব দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহ দেখাত না, তারাও এখন ভারতে বিনিয়োগে আগ্রহী।

তিনি আরও বলেন, রাশিয়া, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও এখন ভারতের জন্য তাদের বাজার খুলে দিয়েছে।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে কোটি টাকার লেনদেন, চাকরির বদলে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন সুজিত বসু: ইডি

কলকাতা, ১৫ মে (আইএএনএস): বহু কোটি টাকার পুর নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সামনে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই দুর্নীতিকাণ্ডের অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী ছিলেন তিনি এবং চাকরি পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন।

ইডি জানিয়েছে, গত ১১ মে সুজিত বসুকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে অসহযোগিতা এবং বারবার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার কারণেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলে দাবি সংস্থার।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, বয়ান রেকর্ড করার জন্য একাধিকবার তলব করা হলেও সুজিত বসু বিভিন্ন অজুহাতে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও তাঁর উত্তর ছিল এড়িয়ে যাওয়ার মতো এবং তদন্তে সহযোগিতার অভাব ছিল বলেই অভিযোগ।

ইডির দাবি, একাধিক পুরসভায় চাকরি নিশ্চিত করার বিনিময়ে সুজিত বসু সরাসরি 'অপরাধলব্ধ সম্পদ' হিসেবে কয়েকটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন। এছাড়াও বেআইনি উপায়ে কোটি কোটি টাকা নগদ সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে সাদা করার অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

তদন্তের সূত্রপাত হয়েছিল সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআর এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে। তদন্তে ওএমআর শিটে কারচুপির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার বড়সড় চক্রান্তের ইঙ্গিত মিলেছে বলে জানিয়েছে ইডি।

অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম, বরানগর, হালিশহর-সহ একাধিক পুরসভায় এই দুর্নীতি ছড়িয়ে ছিল। শিক্ষক থেকে ক্লার্ক, ঝাড়ুদার, ড্রাইভার-সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, কাঞ্চরাপাড়া, নিউ ব্যারাকপুর, কামারহাটি, টিটাগড়, বরানগর ও দমদম পুরসভাতেও নিয়োগে একই ধরনের অনিয়ম হয়েছিল। বেআইনিভাবে নিয়োগ পাওয়া পদগুলির মধ্যে ছিল ঝাড়ুদার, ক্লার্ক, পিয়ন, অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাটেনডেন্ট, পাম্প অপারেটর ও চালক।ইডির অভিযোগ, একাধিক পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি দেওয়া হয়েছিল একটিমাত্র সংস্থা এবিএস ইনফোজোন প্রাইভেট লিমিটেড-কে। সংস্থাটির প্রধান ছিলেন অয়ন শীল। তদন্তকারীদের দাবি, টাকা ও অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দিতে ওএমআর শিট এবং মেধাতালিকায় কারচুপি করা হয়েছিল।

তদন্তের সময় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩.৪৫ কোটি টাকা নগদ, গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তির নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

বর্তমানে বিচার ভবনের নির্দেশে সুজিত বসু ১০ দিনের ইডি হেফাজতে রয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আরও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

P'NIeT No.:31/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 12/05/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No:	18/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01 (one) No. Machine Room Lift of 26(Twenty Six) No. passengers Capacity, Bed Cum Passenger of G+2 Lift (Otis Make) for 03 (Three) years at Teliamura Sub-Division Hospital, Khowai District Tripura(2nd call)
Estimated Cost :	Rs 11,38,467.00
Time of Completion :	1095 Days
Bid Fee :	Rs.1,000.00
Earnest Money :	Rs.22,769.00
Last date and time of submission of Bid :	22/05/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-423/26

Executive Engineer
Mechanical Division Tripura

'নেশামুক্ত' জে-কে অভিযানে বড় পদক্ষেপ, বুদগামে দুই মাদক পাচারকারীর ৮০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

শ্রীনগর, ১৫ মে (আইএএনএস): 'নেশামুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর অভিযান'-এর আওতায় মাদক পাচারকারী, চোরাকারবারি এবং মাদক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে শুক্রবার বড় পদক্ষেপ করল বুদগাম পুলিশ।

জেলার চাদুরা এলাকায় দুই মাদক পাচারকারীর আবাসিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাদুরার বাসিন্দা গুলাম নবী ওয়ানির একতলা আবাসিক বাড়ি, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এনডিপিএস আইনের ৮/২০/২৯ ধারায় দায়ের হওয়া একটি মামলার সঙ্গে এই সম্পত্তির যোগসূত্র রয়েছে।

তদন্তে গত বছর ওই বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ কেজি পোস্তর খোসা (পপি হাস্ক) উদ্ধার করা হয়েছিল। পরে তদন্তে উঠে আসে, মাদক পাচারের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থে এই সম্পত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

অন্যদিকে, হাসিপোরা চাদুরার বাসিন্দা মহম্মদ হাশিম রায়নার দুইতলা আবাসিক বাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই বাড়ির মূল্য আনুমানিক ৫০ থেকে ৫৫ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। এনডিপিএস আইনের ৮/২০ ধারায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

গত মাসে কাসেরমুল্লা গ্রামের একটি করাতকল থেকে প্রায় ৯ কেজিরও বেশি চরস সদৃশ পদার্থ উদ্ধার হয়েছিল। সেই তদন্তেই এই সম্পত্তির যোগসূত্র সামনে আসে।

পুলিশ জানিয়েছে, এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য মাদক চক্র ভেঙে দেওয়া এবং মাদক ব্যবসা থেকে গড়ে ওঠা অবৈধ সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

বুদগাম পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ নির্মূলে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাদক পাচার এবং সংশ্লিষ্ট বেআইনি কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।" উল্লেখ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে 'নেশামুক্ত' অভিযান চলছে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিষয়ে স্থানীয় মানুষকে নিকটবর্তী থানায় তথ্য দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় ৩ আইপিএস অফিসার সাসপেন্ড বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৫ মে (আইএএনএস): আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শুক্রবার তিন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারও।

সাসপেন্ড হওয়া তিন আধিকারিক হলেন তৎকালীন বিনীত কুমার গোয়াল, তৎকালীন ডিসি (উত্তর বিভাগ) অভিষেক গুপ্ত এবং তৎকালীন ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখার্জি।

শুক্রবার এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনজনের বিরুদ্ধেই বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হবে। পাশাপাশি এই ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবেও তিনি মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে আরজি কর ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, তদন্তে গাফিলতি, সঠিকভাবে এফআইআর না করা এবং তদন্ত পরিচালনায় একাধিক ত্রুটি ছিল। এছাড়াও তিনি দাবি করেন, ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের পরিবারের কাছে পরোক্ষভাবে আর্থিক প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে উঠে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কে কার সঙ্গে কথা বলেছেন, কার কল রেকর্ড কী ছিল, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সবই তদন্ত করে দেখা হবে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার সরকারি মুখপাত্র না হওয়া সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যমের সামনে নিয়মিত বিবৃতি দিতেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "তাঁর বক্তব্যের ধরন ও ভাষা গ্রহণযোগ্য ছিল না। লিখিতভাবে তাঁকে এমন কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কেউ হয়তো মৌখিকভাবে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ও তদন্তের আওতায় আসবে।"

তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-এর চলমান তদন্ত আগের মতোই চলবে এবং রাজ্য সরকারের সমান্তরাল তদন্ত তার উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না।

২০২৪ সালের ৯ আগস্ট আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে ওই মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর গোটা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। চিকিৎসক সমাজ, নাগরিক সমাজ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষ আন্দোলনে সামিল হন।

পরবর্তীতে আন্দোলনের ঢেউ রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের অন্যান্য রাজ্য এবং বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য আধিকারিকদের অপসারণের দাবিও উঠেছিল।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে গোয়াল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ডিজি পদে, গুপ্তা ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের ডিআইজি পদে এবং মুখোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের সিআইডি-তে বিশেষ পুলিশ সুপার পদে কর্মরত রয়েছেন।

পারিবারিক বিবাদের জেরে ভগ্নিপতিকে নৃশংস খুন ধারালো অস্ত্র ও পাথর দিয়ে হামলা; গ্রেফতার অভিযুক্ত

রাঁচি, ১৫ মে (আইএএনএস): পারিবারিক বিবাদের জেরে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলায় ভগ্নিপতিকে ধারালো অস্ত্র ও পাথর দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ঘটনাটি ঘটেছে তামার থানার অন্তর্গত নিচেতোলি গ্রামে। মৃতের নাম গজেন্দ্র সিং (৫০)। তিনি পার্শবর্তী খুঁটি জেলার রুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গজেন্দ্র বৃহস্পতিবার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন। অভিযোগ, অভিযুক্ত ভূপেশ খান্ডিত বাড়ির সমস্ত বাসনপত্র নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন এবং রান্না করতে দিতে অস্বীকার করেন। তিনি অতিথিদের দ্রুত গ্রামে ফিরে যেতে বলেন, কারণ তিনি তাদের সেখানে রাখতে চাননি।শুক্রবার সকালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন ভূপেশের ছোট বোন পরিবারের জন্য রান্না করতে এবং জল আনতে বাসনপত্র চান। এ নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র 'দাউলি' দিয়ে গজেন্দ্রের উপর এলোপাথাড়ি হামলা চালান ভূপেশ।এরপর উঠোনে পড়ে থাকা একটি বড় পাথর দিয়ে গজেন্দ্রর মাথায় আঘাত করা হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।পুলিশ জানিয়েছে, স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে অভিযুক্তের বোনও সামান্য আহত হয়েছেন।খুনের পর ভূপেশ নিজেকে বাড়ির একটি ঘরে বন্ধ করে লুকিয়ে ছিলেন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে তামার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রবীণ কুমার মোদী পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পরে ঘর খুলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এর আগেও খুনের চেষ্টার একটি মামলায় ভূপেশ জেল খেটেছিলেন।ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে রাঁচি থেকে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

ব্রিকস বৈঠকে পশ্চিম এশিয়া ইস্যুতে মতপার্থক্য, যৌথ বিবৃতির বদলে ভারতের চেয়ারম্যানের বিবৃতি জারি

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত নিয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় দুই দিনের ব্রিকস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের শেষে যৌথ বিবৃতির পরিবর্তে শুক্রবার ভারতের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানের বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ব্রিকসের বিদেশমন্ত্রীরা বিশ্বজুড়ে মানবিক সংকট মোকাবিলায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

মন্ত্রীরা বেসামরিক নাগরিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর উপর ইচ্ছাকৃত হামলা, মানবিক সহায়তা প্রদানে বাধা এবং মানবিক কর্মীদের লক্ষ্য করে আক্রমণসহ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ভঙ্গের ঘটনায় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

চেয়ারম্যানের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে কিছু সদস্য দেশের মধ্যে মতভেদ ছিল। বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব অবস্থান তুলে ধরে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেয়। আলোচনায় বর্তমান সংকটের দ্রুত সমাধান, কূটনীতি ও সংলাপের গুরুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং আন্তর্জাতিক জলপথে নিরাপদ বাণিজ্য চলাচলের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উঠে আসে।

এছাড়া বেসামরিক অবকাঠামো ও সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিশ্ব অর্থনীতির ওপর প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন একাধিক সদস্য।

ব্রিকস মন্ত্রীরা সন্ত্রাসবাদের সমস্ত রূপের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, যে কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপই অপরাধমূলক এবং অযৌক্তিক। গত বছরের এপ্রিল মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলারও নিন্দা জানানো হয়, যেখানে ২৬ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং দ্বিচারিতা পরিহার করতে হবে। সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসীদের চলাচল, সন্ত্রাসে অর্থ জোগান এবং নিরাপদ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। ব্রিকস কাউন্টার-টেররিজম ওয়ার্কিং গ্রুপ (সিটিডব্লিউজি)-এর কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রীরা সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা আরও গভীর করার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর অধীনে 'কমপ্রিহেনসিভ কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল টেররিজম'-এর দ্রুত চূড়ান্তকরণ ও গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

বিপুল জয়ের পর দ্রুত উন্নয়নের অঙ্গীকার অসমে বড় কর্মপরিকল্পনার বার্তা হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৫ মে (আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পাওয়ার পর আরও দ্রুত গতিতে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। শুক্রবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, মানুষের দেওয়া বিপুল সমর্থন সরকারের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "মানুষ যত বেশি সমর্থন দেন, আমাদের দায়িত্বও তত বেড়ে যায়। গত পাঁচ বছরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু এবার অসমের উন্নয়ন আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও বেশি পরিশ্রম করব।"১২৬ আসনের বিধানসভায় ১০২টি আসন জিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বিরোধীদের কার্যত বিপর্যস্ত করে ফের ক্ষমতায় ফিরেছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের আগামী উন্নয়ন রূপরেখা ২০২১ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির তুলনায় অনেক বড় এবং উচ্চাভিলাষী হবে। তাঁর বক্তব্য, সেই সময় দেশজুড়ে কোভিড পরিস্থিতির প্রভাব ছিল, ফলে অনেক প্রতিশ্রুতিই সীমিত পরিসরে রাখা হয়েছিল।তিনি বলেন, "২০২১ সালে যখন নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরি হয়েছিল, তখন কোভিড পরিস্থিতি সামনে ছিল। সেই কারণে বহু প্রতিশ্রুতি সীমিত রাখতে হয়েছিল। এবার অসমের উন্নয়নের জন্য আমরা আরও বড় ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছি।"হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও দাবি করেন, গত কয়েক বছরে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে সরকারের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে।

বিলোনিয়ায় অটল ভয়ো অভ্যুদয় যোজনার উপর প্রবীণদের নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ মে: আজ জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে বিদ্যালয়ের এনএসএস এবং এনসিসি ইউনিট ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ সুবর্ণজয়ন্তী ভবনে আয়োজিত হলো অটল ভয়ো অভ্যুদয় যোজনার উপর প্রবীণদের নিয়ে একদিনের সেন্সেটাইযেসড ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, পরিষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পিনাকী চক্রবর্তী, প্রবীণদের নিয়ে এই প্রকল্পে কিকি সুবিধা রয়েছে, বা কি ধরনের আইনি সহযোগিতা রয়েছে বা পেতে পারেন প্রবীণরা এই নিয়ে আলোচনার জন্য অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট কিশোর মজুমদার, মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছিলেন সূর্য মগ, ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৃনাল দাস সমেত সম্মানিত অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমতি শিখানাথ। অনুষ্ঠান শুরু হয় চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের আধিকারিক শ্রী প্রবীর দেববর্মা, তিনি কি বিষয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান সেই বিষয়ে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের অবগত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগন প্রত্যেকে প্রবীণদের কি কি বিষয়ে সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই বিষয়ে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন এবং প্রবীণদের বিষয়ে সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য আবেদন করেন।

ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এসএফআই-এর ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: রাজ্যের অন্যতম বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যা মন্দির-এর এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষামহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের লজ্জাজনক ও উদ্বেগজনক ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শিক্ষাঙ্গনের নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনকে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে আইনের আওতায় আনতে হবে।

এসএফআই নেতৃত্ব আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারিউভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষা ব্যবস্থার মান ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জানান তারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিভিন্ন সমস্যার প্রতিবাদে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, কলেজ গেটে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনে এবিভিপি

আগরতলা, ১৫ মে: দীর্ঘদিনের একাধিক শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সমস্যার প্রতিবাদে শুক্রবার উত্তাল হয়ে উঠল নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় চত্বর। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে এবং তারা মানসিকভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হন ছাত্র-ছাত্রীরা।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ -এর মহাবিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এদিন কলেজ ক্যাম্পাসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি -এর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্যামল দাসের কুশপুত্তলিকা তৈরি করে তা দাহ করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচির পর ছাত্র সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানায়।

ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ, বহু ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় সন্তোষজনকভাবে অংশগ্রহণ করার পরেও ফলাফলে বারবার একই বিষয়ে অকৃতকার্য(ব্যাক) দেখানো হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফলাফলে অনুপস্থিত দেখানো হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

এছাড়াও প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। তাদের বক্তব্য, কোনো সমস্যা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দায় চাপানো হয়, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করলে কলেজ প্রশাসনের দিকে আঙুল তোলা হয়। এই দায় এড়ানোর প্রবণতার ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ।

শিক্ষার্থীদের আরও দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সময়মতো এবং সঠিকভাবে ফলাফল প্রকাশ না হওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে ফর্ম ফিল-আপ করতে পারছেন না। ফলে তাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

শুধু শিক্ষাগত সমস্যা নয়, কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিও তোলে এবিভিপি। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে কলেজের নিজস্ব পতাকা চালু ও দ্রুত উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, মাইকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কলেজের প্রতিটি ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামত ও সচল করা।

এদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছে যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উত্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। যদিও ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবে।

টাকারজলা বিধানসভায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে ডিজি-র কাছে স্মারকলিপি প্রদান

আগরতলা, ১৫ মে: টাকারজলা বিধানসভা এলাকায় ক্রমবর্ধমান অশান্তি, বোমা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার এবং রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে শুক্রবার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (ডি.জি) অনুরাগ ধনকরের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই এবং ওয়াইটিএফ সভাপতি তথা এমডিসি সুরজ দেববর্মা।

সুরজ দেববর্মা বলেন, টিটিএএডিসি সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জম্পুইজলা ও টাকারজলা এলাকায় একাধিক সহিংস ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। বোমা নিক্ষেপ, গুলিচালনা এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে দাবি করা হয়।

স্মারকলিপিতে ১০ এপ্রিলের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়, টিটিএএডিসি নির্বাচনের সময় বিজেপি প্রার্থী নির্মল দেববর্মার বাড়ির সামনে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, সেই সময় টিপরা মথা সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হয় এবং ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হন। এমনকি সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপারও আহত হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।

এছাড়াও ৯ মে রাতে জম্পুইজলা ও টাকারজলার বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বোমা হামলার ঘটনাও স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়। তিপরা মথা কর্মীদের বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। ওয়াইটিএফ সদস্য বকুল দেববর্মার উপর গুলিচালনার ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরজ দেববর্মা অভিযোগ করে বলেন, একাধিক অভিযোগ দায়ের হওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানানো হয় ডি.জি.-র কাছে।

বেজিমারা কলোনিতে ফার্ম হাউস থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

সোনামুড়া, ১৫ মে: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ বেজিমারা কলোনি এলাকায় একটি ফার্ম হাউস থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রাতে বেজিমারা কলোনির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি ফার্ম হাউসে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৩৫ কেজি ২১৫ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য চারটি প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে রাখা ছিল।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ফার্ম হাউসের কর্ণধার কাবিল হোসেন (২৪) এবং তার ভাই হাবিল মিয়া (২৬)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বাবার নাম ইউনুস মিয়া এবং তাদের বাড়ি বেজিমারা কলোনির ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।

এই ঘটনায় সোনামুড়া পুলিশ স্টেশনে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে ধৃত দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশের একটি বিশেষ দল। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। সেই তথ্য যাচাই করে এলাকায় মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় আনার প্রস্তুতি চলছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে এবং আগামী দিনে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং মাদক পাচার ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে এনএসএস-এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, যুব ক্ষমতায়ন নিয়ে ভার্চুয়াল অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৫ মে: পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত বিকাশের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে এনএসএস-এর উদ্যোগে গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে বিশেষ শিবিরের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার এক বর্ণাঢ্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন স্কুল সংলগ্ন এলাকায় কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা সহ বিভিন্ন ফলের মোট ৩০টি চারাগাছ রোপণ করেন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকরা। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে স্কুল প্রাঙ্গণকে একটি সবুজ ও পরিবেশবান্ধব বাগানে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশেষ করে ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ, অংশগ্রহণ এবং কঠোর পরিশ্রম সকলের নজর কেড়েছে।

এজিএমসিতে এমবিবিএস

● প্রথম পাতার পর

এমবিবিএস আসনের সংখ্যা বেড়ে হবে ৫৫০ এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আসনের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯৬।

ডিজিটাল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: দপ্তরগুলিতে ”ডিজিটাল গভর্ন্যান্স ক্যাম্পেইন” শীর্ষক ১৫০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যসচিব জে কে সিনহার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, সচিব অপূর্ব রায়, সচিব ড. পি কে গোয়েল, সচিব মিলিন্দ রামটেকে, সচিব অভিষেক সিং, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা, আরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতে সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে স্বচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে কর্মসূচির বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, এই কর্মসূচি মোট ৯টি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল পরিকাঠামো, সরকারি ওয়েবসাইটের গুণগত মান ও ব্যবহারযোগ্যতা, অনলাইন জি ২ সি ও জি ২ বি পরিষেবা, রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড, অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ই-অফিস বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার, জি আই সি-ভিত্তিক টুলস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি। তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন।

বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো রাজ্য তথা দেশকে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সমাজের আওতায় নিয়ে আসা। তিনি বলেন, প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে ডিজিটাল কার্যপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করা হলেই প্রকৃত অর্থে রাজ্যে ডিজিটালি কাজ করা সম্ভব হবে। মুখ্যসচিব সরকারি পরিষেবাকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নাগরিকবান্ধব করে তুলতে ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের বৃহৎ পরিবর্তনের পথে বিভিন্ন বাঁধা আসা স্বাভাবিক। তবে লক্ষ্য স্থির রেখে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই এগিয়ে যেতে হবে। প্রশাসনের প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রেখে কাজ করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যসচিব আরও বলেন, ”ক্যাপাসিটি বিল্ডিং” বা সক্ষমতা বৃদ্ধি বলতে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলাকেই বোঝায়। এর সূচনা পরিবার থেকেই হওয়া প্রয়োজন। তিনি সচিব ও আধিকারিকদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে ডিজিটাল ব্যবস্থার সুফল তুলে ধরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারা দেশে সুনাম অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রশাসনিক বিধিনিষেধ শিথিলকরণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের দেশব্যাপী প্রশংসার কথাও উল্লেখ করেন।

মুখ্যসচিব ১৫০ দিনের ডিজিটাল গভর্ন্যান্স কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকগণ এবং কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় পিএমএনআরএফ থেকে ৩ লক্ষ টাকার সহায়তা, ধন্যবাদ সাংসদ রাজীবের

আগরতলা, ১৫ মে : দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত সিপাহিজলা জেলার বাসিন্দা জিতেন্দ্র দেববর্মার উন্নত চিকিৎসা জন্য পিএম রিলিফ ফান্ডের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত অনেক দিন ধরে সিপাহিজলা জেলার বাসিন্দা জিতেন্দ্র দেববর্মা দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। আর্থিক অনটনের কারণে তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াও অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন পূর্বে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের নিকট সহায়তার আবেদন জানালে, তাঁর পক্ষ থেকে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তুলে ধরা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করা হয় ।অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানানো হয়েছে যে, আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, জিতেন্দ্র দেববর্মার চিকিৎসার জন্য পিএমএনআরএফ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এই মানবিক সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন সাংসদ রাজীব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ পাশ, কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দিল বড়কাঁঠাল ও আখালিয়াছড়া পিএম শ্রী বিদ্যালয়

সিমনা প্রতিনিধি : সিমনা বিধানসভা এলাকার বড়কাঁঠাল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পিএম শ্রী আখালিয়াছড়া বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যে খুশির আবহ। ত্রিপুরা পর্ষদ পরিচালিত এবারের পরীক্ষায় দুই বিদ্যালয়েই পাশের হার ১০০ শতাংশ হওয়ায় শুক্রবার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

যেসব ছাত্র-ছাত্রী ফার্স্ট ডিভিশন ও সেকেন্ড ডিভিশনে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মণ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, এসএমসি কমিটির সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা কৃতী পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। তিনি বলেন, তাঁর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ পাশের সাফল্য অর্জন করেছে, যা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ভবিষ্যতেও ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভালো ফল করে এলাকার নাম উজ্জ্বল করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

নির্ধারিত সময়ের আগেই কেরলে বর্ষার আগমনের ইঙ্গিত, ২৬ মে সম্ভাবনার পূর্বাভাস আইএমডি-র

আগরতলা, ১৫ মে: : চলতি বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগামী ২৬ মে নাগাদ কেরলে প্রবেশ করতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই পূর্বাভাসে চার দিনের এদিক-ওদিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে বর্ষার আগমন সাধারণত কেরল দিয়েই শুরু হয় এবং সেটিকেই দেশের বর্ষা শুরুর আনুষ্ঠানিক সূচক হিসেবে ধরা হয়। এর মাধ্যমে তীব্র গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার অবসান ঘটিয়ে ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্ষার আবহ তৈরি হয় ।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণত প্রতি বছর ১ জুন কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে। তবে এ বছর নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

জিবি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায়

● প্রথম পাতার পর

থেকে ইমারজেন্সি বিভাগে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃতের কন্যা সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সময়মতো চিকিৎসা পেলে তার বাবাকে বাঁচানো সম্ভব ছিল।

ঘটনার জেরে শুক্রবার হাসপাতালে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত পরিবার মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার জিবি হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের

● প্রথম পাতার পর

বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকারে চলবে।

এদিকে, ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হল দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেস। আজ দুপুরে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবন থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নম্বর টিলা এলাকায় পৌঁছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যুব কংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, নিট পরীক্ষায় বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তারা দাবি করেন, মোদি সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে এবং প্রায় ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর স্বপ্ন ধ্বংস করা হচ্ছে।

এদিনের বিক্ষোভে "মোদি তুমি গদি ছাড়ো" সহ বিভিন্ন স্লোগানে সরব হয়ে ওঠেন যুব কংগ্রেস কর্মীরা।

আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি, তপশিলি জাতি ডিপার্টমেন্টের নেতা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

২০২৬-২৭ সালের জনগণনা

● প্রথম পাতার পর

এই পদ্ধতিতে জনগণনার ফলে গণনা যেমন সহজ ও সরল হবে তেমনি সময়ও কম নেবে।

জেলাশাসক জানান, আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম জেলায়ও হাউজলিস্টিং ও হাউজিং সেনসাসের তথ্য সংগ্রহের মাঠ পর্যায়ের কাজ অনুষ্ঠিত হবে। এই কাজ শুরুর পূর্বে এই কাজে নিযুক্ত জনগণনাকারী আধিকারিক ও সুপারভাইজারদের এই বিষয়ে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে কিছু মৌলিক নির্দেশাবলী ভালোভাবে জানানোর লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের জানান, এই তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে এই কাজে নিযুক্ত সকলকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, ধারণা ও এই ইউজার ম্যানুয়াল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রেগা পুর্নবহার ও মজুরি বৃদ্ধির

● প্রথম পাতার পর

ভারত কৃষক শ্রমিক ইউনিয়ন এবং রেগা সংঘর্ষ মোর্চার পক্ষ থেকে দেশজুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাদের মূল দাবি হল রেগা প্রকল্প পূর্ণাঙ্গভাবে চালু রাখা, বছরে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি প্রদান।

তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন আইন নিয়ে এসেছে, তাতে রেগা প্রকল্পে কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। অথচ পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাজের গ্যারান্টি ছিল। এছাড়াও আগে রেগা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ শতাংশ অর্থ প্রদান করত এবং রাজ্য সরকার দিত ১০ শতাংশ। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় অংশ কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হয়েছে এবং বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকারকে বহন করতে বলা হয়েছে।

এই নীতির ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন সংগঠনের নেতারা। অবিলম্বে শ্রমিকবান্ধব নীতি গ্রহণের দাবিও জানানো হয় বিক্ষোভ মিছিল থেকে।

সকল সভাধিপতির অফিসে

● প্রথম পাতার পর

পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

তিনি আরও বলেন আমরা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত-এ ত্রিপুরার ট্রেডা এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি রিয়াং এলাকায় সৌর মাইক্রোগ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথাও তুলে ধরেছেন। পি এম কুসুম প্রকল্পে ত্রিপুরা বর্তমানে দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে এবং আমরা সেই স্থান ধরে রাখতে চাই।

মন্ত্রী জানান, কৃষকদের সহায়তায় পি এম কুসুম প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার আরও কাজ করছে যাতে কোনও কৃষিজমি অনাবাদি না থাকে। এই প্রকল্পের ফলে অনেক কৃষক এখন বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ করছেন।

তিনি আরও বলেন, পি এম কুসুম প্রকল্পে ১০,০০০ লক্ষ্যের মধ্যে ইতিমধ্যে ৫,০০০ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪,০০০ কানি জমিতে কাজ হয়েছে, আরও কাজ চলমান রয়েছে।

পি এম ডিভাইন প্রকল্প সম্পর্কে তিনি জানান, যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেখানে বিনামূল্যে মাইক্রোগ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন আমরা ধীরে ধীরে সৌরশক্তির দিকে এগোচ্ছি। ইতিমধ্যেই আট জেলার জেলাশাসকদের অফিসে সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। আজ সিদ্ধান্ত হয়েছে চলতি মাসের মধ্যেই আট জেলার সভাধিপতিদের অফিসেও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। আমরা সবুজ ও পরিষ্কার জ্বালানির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

ঝটিকা সফরে প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী এলপিজি সরবরাহ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা। ভারত ও ইউএই-র মধ্যে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের একটি নতুন রূপরেখা তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা, উদ্ভাবন ও উন্নত প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, যৌথ মহড়া, শিক্ষা, বিশেষ অভিযান, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সাইবার প্রতিরক্ষা এবং নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থায় সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড (সিএসএল) এবং ড্রাই-ডকস ওয়ার্ল্ড (ডিডিডব্লিউ)-এর মধ্যে ভাদিনারে একটি জাহাজ মেরামত ক্লাস্টার স্থাপনের বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের ‘সামুদ্রিক উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প’-এর আওতায় বাস্তবায়িত হবে। এতে অফশোর ফ্যাব্রিকেশন ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করা হবে।

এছাড়া, কোচিন শিপইয়ার্ড, ড্রাই-ডকস ওয়ার্ল্ড এবং সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন মেরিটাইম অ্যান্ড শিপবিল্ডিং (সিইএমএস)-এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর লক্ষ্য দক্ষ সামুদ্রিক কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতকে দক্ষ জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতের একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সিডিএসি (ভারত) এবং জি-৪২ (ইউএই)-এর মধ্যে ৮ এক্সাফ্লপ সুপার কম্পিউটিং ক্লাস্টার স্থাপনের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ‘এআই ইন্ডিয়া মিশন’-এর অংশ হিসেবে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সফর চলাকালীন ইউএই থেকে ভারতে একাধিক বড় বিনিয়োগের ঘোষণাও করা হয়েছে। আবুধাবি ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (এডিআইএ) এবং ভারতের ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (এনআইআইএফ) ভারতের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে। এমিরেটস নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ইএনডিবি) ভারতের আরবিএল ব্যাংকে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং কোম্পানি ভারতের ‘সম্মান ক্যাপিটাল’-এ ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সফরে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি ভারত-ইউএই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

াঙ্গন

জয়নগরকে নকআউট করে ফাইনালে কসমোপলিটন, ম্যাচের সেরা লক্ষ্য কুমার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম সেমিফাইনালের মতো তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটিও রোমাঞ্চে ভরপুর থাকল। আজ, শুক্রবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে ডিএলএস নিয়মে ২৬ রানে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করলো কসমোপলিটন ক্লাব। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বিঘ্নিত হওয়ায় ডিএলএস পদ্ধতিতে ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হয়। আগামী ১৭ মে টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাবের মুখোমুখি হবে শক্তিশালী কসমোপলিটন ক্লাব।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ২৭৭ রানের একটি বড় স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে ধনঞ্জয় যাদব মাত্র ৪১ বলে ৫৮ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ছিল ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা। এছাড়া উইকেটরক্ষক নিরুপম সেন ৫৩ এবং উইলফ্রেড বেং ৩৭ রান করেন। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে বল হাতে সফলতম ছিলেন দানবীর সিং, তিনি ৫৬ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। অধিনায়ক শঙ্কর পাল ২টি এবং সম্রাট সূত্রধর ১টি উইকেট দখল করেন। ২৭৮ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব যখন ৩৮ ওভারে ৩ উইকেটে ২৩৭ রান তোলে, তখন বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ডিএলএস নিয়মে কসমোপলিটান ক্লাবের সামনে ৩৮ ওভারে নতুন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ২১২ রান। কসমোপলিটান ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬ রান বেশি তুলে ফেলায় তাদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন লক্ষ্য কুমার (৭০) এবং উইকেটরক্ষক বাবুল দে(৫৯)।এছাড়া তন্ময় দাস ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন। জয়নগরের পক্ষে সানি সিং ও অধিনায়ক রজত দে ১টি করে উইকেট পান।ম্যাচ বিজয়ী দুর্দান্ত ইনিংসের জন্য লক্ষ্য কুমারকে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' ঘোষণা করা হয়।

তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেট : স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে ফাইনালে ব্লাড মাউথ, নায়ক মণি শঙ্কর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ডিএলএস নিয়মে ১৮ রানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। আজ, শুক্রবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ব্লাড মাউথকে জেতাতে মূল ভূমিকা নেন অধিনায়ক মণি শঙ্কর মুড়াসিং। আগামী ১৭ মে মেগা ফাইনালে কসমোপলিটন ক্লাবের মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৪৬.১ ওভারে ২৫০ রানে অলআউট হয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে ওপেনার পল্লব দাস ৮৫ বলে ৯৫ রানের এক দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ছিল ১২টি চার ও ১টি ছক্কা।এছাড়া সাগর শর্মা ৪৩ এবং অধিনায়ক কৌশল আচার্য ২৩ রান করেন। ব্লাড মাউথ ক্লাবের হয়ে বল হাতে চমৎকার প্রদর্শন করেন অধিনায়ক মণি শঙ্কর মুড়াসিং। তিনি ৮ ওভারে ৩২ রান দিয়ে ৩টি উইকেট তুলে নেন। তাকে যোগ্য সংগত দিয়ে অমিত আলী ৩টি এবং এপ্রিল দেববর্মা ও দীপ্তনু চক্রবর্তী ২টি করে উইকেট দখল করেন।২৫১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব যখন ৪১.১ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৪ রান তোলে, তখন বৃষ্টির কারণে খেলা বিঘ্নিত হয়। এরপর ডিএলএস পদ্ধতিতে ম্যাচের ওভার কমিয়ে ৪১.১ ওভার করা হয় এবং ব্লাড মাউথের সামনে নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ২০৭ রান। ব্লাড মাউথ ইতিমধ্যেই ২২৪ রান তুলে ফেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৮ রানে এগিয়ে থেকে জয়ী ঘোষিত হয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক মণি শঙ্কর মুড়াসিং মাত্র ৫১ বলে ৭টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে বিধ্বংসী ৬৪ রান করেন। এছাড়া সেন্টু সরকার ৫১ এবং শ্রীদাম পাল ৪১ রান করে দলের জয়ে অবদান রাখেন। স্ফুলিঙ্গের বৈভব পাল ২১ রানে ৩টি উইকেট নিলেও তা দলের পরাজয় আটকাতে পারেনি। বল ও ব্যাটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান মণি শঙ্কর মুড়াসিং।

আগরতলায় আজ থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং অনূর্ধ-১৬ টেনিস টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এশিয়ান টেনিস ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন -এর অনুমোদনে আগরতলায় শুরু হতে চলেছে মর্যাদাপূর্ণ "টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং অনূর্ধ-১৬ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৬"-এর চতুর্থ সংস্করণ। আগামীকাল, শনিবার থেকে শুরু হয়ে আগামী ২২ মে পর্যন্ত চলবে এই হাই-প্রোফাইল চ্যাম্পিয়নশিপ। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সুজিত রায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স এবং দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে।অনূর্ধ-১৬ বয়স ভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড়রা ইতোমধ্যেই রাজধানী আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি এই আসরে আন্তর্জাতিক স্তরের আকর্ষণ বাড়াতে গ্রেট ব্রিটেন থেকে একজন মহিলা টেনিস খেলোয়াড়ও অংশ নিচ্ছেন। আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে টুর্নামেন্টের কোয়ালিফাইং বা যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচগুলি শুরু হবে। এই পর্ব থেকে সেরা ৮ জন খেলোয়াড় মূল পর্বে (মেইন ড্র) খেলার সুযোগ পাবেন।টুর্নামেন্টটি যাতে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তার জন্য এশিয়ান টেনিস ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অ্যাসাইনড সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক 'হোয়াইট ব্যাজ' অফিশিয়াল প্রবীণ কুমার নায়েক-কে। আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে বালক ও বালিকা বিভাগের সিঙ্গলস এবং ডাবলস ম্যাচগুলিতে খেলোয়াড়দের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা।

কামাভিঙ্গা নেই ফ্রান্সের বিশ্বকাপ দলে

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ফ্রান্স। গতকাল রাতে ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশমের ঘোষণা করা দলে চমক বলতে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার অনুপস্থিতি। কামাভিঙ্গা ছাড়া অন্য তারকাদের প্রায় সবাই ২৬ জনের এই দলে জায়গা পেয়েছেন।আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা। দেশমের দল এবারও ফেবারিট। তৃতীয় শিরোপার খোঁজ করবে তাঁর দল।

সর্বশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া ফ্রান্স দলের সদস্য ছিলেন কামাভিঙ্গা। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালেও বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। এবার কামাভিঙ্গাকে বাদ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে দেশম বলেন, 'এটা তার জন্য কঠিন একটি মৌসুম ছিল। সে কম খেলেছে, চোটেও ভুগেছে। খুব অল্প বয়সে সে আমাদের দলে এসেছিল। এখনো সে তরুণ খেলোয়াড়।'

পিএসজি গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়েরও জায়গা পাননি ফ্রান্সের বিশ্বকাপ দলে। তাঁর বাদ পড়া অবশ্য অনুমেয় ছিল। এরই মধ্যে পিএসজিতে রুশ গোলরক্ষক মাতেভি সাফোনোভের কাছে শুরুর একাদশে জায়গা হারিয়েছেন। জানুয়ারির শেষ দিক থেকে আর খেলাই হয়নি তাঁর।দেশমের বিশ্বকাপ দলের আক্রমণভাগে আছে ঈর্ষণীয় সব বিকল্প। দলে আছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, ব্যালন ডি'অরজয়ী উসমান দেম্বেলে, তরুণ তুর্কি দেজিরে দুয়ে, মাইকেল ওলিসে, রায়ান চেরকি ও ম্যাগনেস আকালিউশের মতো তারকা।

স্কোয়াড ঘোষণার পর দেশম বলেন, 'আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, আমি চাই খেলোয়াড়দের মধ্যেও সেটা থাকুক। তবে আমরা যেন বিনয় হারিয়ে না ফেলি। আমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার সামর্থ্য রাখি নাএ কথা আমি বলব না। এমন দাবি আরও আট থেকে দশটি দলও করতে পারে। শুধু চিৎকার করে "আমরাই সেরা, আমরাই সবচেয়ে শক্তিশালী" বললেই তো আর কিছু হয়ে যায় না।'

দেশমের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন ক্রিস্টাল প্যালেস ফরোয়ার্ড জঁা---ফিলিপ মাতেতা। এই ফরোয়ার্ডকে জায়গা দিতে বাদ পড়েছেন গত বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষ মুহূর্তে ওয়ান টু ওয়ানে এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে ফাঁকি দিয়ে গোল করতে না পারা রানদাল কোলো মুয়ানি। হতাশ হতে পারেন লাঁসের উইঙ্গার ফ্লোরিয়ান থাউভিনও। লিগ আঁর মৌসুমসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়া পাঁচজনের একজন তিনি, তবু বিশ্বকাপের দলে জায়গা হয়নি।সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে জায়গা করে এরই মধ্যে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে কুরাসাও। এবার এই দলের ডাগআউটে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বয়স্ক কোচ হতে যাচ্ছেন ডিক অ্যাডভোকাট। ৭৮ বছর বয়সী এই ডাচ কোচকে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের এক মাস আগে দায়িত্ব দিয়েছে কুরাসাও ফুটবল ফেডারেশন (এফএফকে)।

অ্যাডভোকাটের কুরাসাও কোচ হওয়া অবশ্য নতুন নয়। গত বছর তাঁর অধীনে খেলেই বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছিল ১ লাখ ৮৫ হাজার জনসংখ্যার কুরাসাও। এ বছরের শুরুতে মেয়ের অসুস্থতার কারণে তিনি দলটির দায়িত্ব ছেড়ে দেন।

ফেব্রুয়ারিতে কুরাসাওয়ের কোচ হয়েছিলেন ফ্রেড রুটেন। তবে ৬৩ বছর বয়সী এই ডাচ কোচের অধীনে দলে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল বলে গুঞ্জন। রোববার এফএফকে জানায়, 'গঠনমূলক আলোচনার' মাধ্যমে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রুটেন। পরে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গিলবার্ট মার্টিনা ইএসপিএনকে বলেন, 'যে কোনো দলেই পরিবর্তন হলে একধরনের মতভিন্নতা তৈরি হয়। ডিকের কোচিং স্টাইল ছিল একরকম, রুটেনের সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

রুটেনর অধীনে মার্চে দুটি ম্যাচ খেলে কুরাসাও, হারে দুটিতেই। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫-১ গোলে, চীনের কাছে ২-০ ব্যবধানে। ধারণা করা হচ্ছে, অ্যাডভোকাটকে ফেরানোর জন্যই রুটেনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৮০ সালে পেশাদার কোচিংয়ে পা রাখা অ্যাডভোকাট ২০২৪ সালে প্রথম কুরাসাওয়ের দায়িত্ব নেন। এটি ছিল তাঁর ২৮ নম্বর চাকরি। অ্যাডভোকাট এর আগে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস এবং ২০০৬ বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ ছিলেন।

২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে 'আই' গ্রুপে খেলবে ফ্রান্স। আগামী ১৬ জুন সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে তারা। এরপর ২২ জুন পরের দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ ইরাক। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে আগামী ২৬ জুন নরওয়ের মুখোমুখি হবেন এমবাপ্পেরা। ফ্রান্সের হয়ে এটাই দেশমের শেষ টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপ শেষে দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণাটা আগেই দিয়েছেন। ২০১২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর তার অধীনে দারুণ সফল সময় কাটিয়েছে ফ্রান্স। দলকে ২০১৮ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন, এরপর ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালেও তোলেন।

২০২৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্স স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: মাইক মাইনিয়ঁ, ব্রিস সাম্বা, রবিন রিসার।
রক্ষণভাগ: লুকা দিনিয়ে, মালো গুস্তো, লুকাস হার্নান্দেজ, থিও হার্নান্দেজ, ইব্রাহিমা কোনাতে, হুলেস কুন্দে, ম্যাক্সাঁস লাক্রোয়া, উইলিয়াম সালিবা ও দায়োত উপামেকানো।
মিডফিল্ডার: এনগোলো কান্তে, মানু কোনো, আদ্রিয়াঁ রাবিও, অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি ও ওয়ারেন জায়ার-এমেরি।
আক্রমণভাগ: ম্যাগনেস আকালিউশ, ব্র্যাডলি বারকোলা, রায়ান শেরকি, উসমান দেম্বেলে, দেজিরে দুয়ে, জ্যঁ-ফিলিপ মাতেতা, কিলিয়ান এমবাপ্পে, মাইকেল ওলিসে ও মার্কোস থুরাম।

মূল পর্বে খেলার লক্ষ্যে সিকিম বধে মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিকিমকে হারাতে মরিয়া ত্রিপুর। জাতীয় ফুটবলে মূল পর্বে খেলার টার্গেট ত্রিপুরা দলের। আগামীকাল (শনিবার) গ্রুপ লিগের শেষ তথা সবচেয়ে ভাইটাল ম্যাচে সিকিমের মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা। সিকিমও গতকাল বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশকে ৩-২ গোলে হারিয়ে লড়াইয়ে টিকে রয়েছে। তবে সমীকরণ অনুযায়ী, নক-আউট তথা মূল পর্বের টিকিট পাকা করতে আগামীকাল সিকিমের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করে মাত্র ১ পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পরের রাউন্ডে চলে যাবে ত্রিপুরা। তবে ড্র নয়, জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে টিম ত্রিপুরা। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার আর কে আশ্রম গ্রাউন্ড-১ এ আয়োজিত একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচে শক্তিশালী দিল্লিকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করল বিটু জমাতিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজ্য দল। হিমাচল প্রদেশের পর দিল্লির বিরুদ্ধে এই টানা দ্বিতীয় জয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে পৌঁছানোর পথে ত্রিপুরাকে অনেকটাই এগিয়ে দিল। টানা দুই ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট পেয়ে সুশান্ত দেববর্মনের ছাত্ররা এখন গ্রুপ-ডি-এর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। হিমাচলকে ৩-০ এবং দিল্লিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ত্রিপুরা শিবিরের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে, যার ফলে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যেও খুশির আমেজ। পাখির চোখ এখন আগামীকালের ম্যাচে সিকিম বধ।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে শুরু হচ্ছে

রাজ্য সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল, শনিবার থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক সীমিত ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী আগামীকাল উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে চারটি দল। একদিকে কর্নেল কোচিং সেন্টারের মুখোমুখি হবে ব্লাডমাউথ, অন্যদিকে তরুণ সংঘ লড়াই করবে জিবি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে।এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মোট ২২টি দল। ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে মোট ৫০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী, ৪ জুন পর্যন্ত চলবে গ্রুপ লীগের খেলা। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। ৬ জুন হবে কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি হেভিওয়েট লড়াই। এরপর ৮ জুন অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল এবং ১০ জুন মেগা ফাইনালের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে টুর্নামেন্টের।

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের ঝুঁকিতে বিশ্বকাপের এক-চতুর্থাংশ ম্যাচ, বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

বিশ্বকাপে প্রতি চারটি ম্যাচের একটি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন শেষবার বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল, সেই সময়ের তুলনায় এখন চরম তাপপ্রবাহের ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়েছে।

বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার ১৬টি স্টেডিয়ামে বসবে এই আসর। প্রচণ্ড গরমের আশঙ্কায় ফিফা প্রতিটি ম্যাচের দুই অর্ধে 'কুলিং ব্রেক' বা পানি পানের বিরতি বাধ্যতামূলক করেছে।

জলবায়ু বিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক 'ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন' (ডব্লিউডব্লিউএ) বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, 'একই মহাদেশে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালের টুর্নামেন্টের তুলনায় ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলোয়াড় ও সমর্থকদের চরম তাপ ও আর্দ্রতার মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।'

ডব্লিউডব্লিউএর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আসরে মোট ১০৪টি ম্যাচের মধ্যে ২৬টি ম্যাচ এমন পরিস্থিতিতে হতে পারে, যেখানে 'ওয়েট বাল্ব গ্লোব টেম্পারেচার' (ডব্লিউবিজিটি) ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। ডব্লিউবিজিটি হলো এমন একটি সূচক, যা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, সূর্যের আলো ও বাতাসের গতির ওপর ভিত্তি করে মানবদেহ কতটা শীতল হতে পারছে, তা পরিমাপ করে। আন্তর্জাতিক ফুটবলারদের ইউনিয়ন 'ফিফপ্রো'র সুপারিশ অনুযায়ী, ডব্লিউবিজিটি ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালে খেলোয়াড়দের শারীরিক ঝুঁকি তৈরি হয় এবং 'কুলিং ব্রেক' দেওয়া জরুরি। এই ২৬টি ম্যাচের মধ্যে ১৭টি ম্যাচ এমন স্টেডিয়ামে হবে, যেখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, যা খেলোয়াড় ও দর্শকদের ঝুঁকি কিছুটা কমাবে।

বিজ্ঞানীরা আরও সতর্ক করেছেন, অন্তত পাঁচটি ম্যাচ ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি ডব্লিউবিজিটি পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে। ফিফপ্রোর মতে, এই মাত্রার গরমে খেলোয়াড় ও দর্শকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ম্যাচ স্থগিত বা পিছিয়ে দেওয়া উচিত। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের তুলনায় এই ঝুঁকি বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ।

ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের জলবায়ুবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ডব্লিউডব্লিউএর সহপ্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডেরিক অটো বলেন, 'এটা খেলোয়াড়দের জন্য বিপজ্জনক। তবে স্টেডিয়ামের বাইরে জমায়েত হওয়া দর্শকদের জন্য ঝুঁকি আরও বেশি। কারণ, সেখানে চিকিৎসকদের তাৎক্ষণিক সেবা পাওয়ার সুযোগ কম থাকবে।'

বিশ্বকাপের ১৬টি স্টেডিয়ামের মধ্যে ডালাস, হিউস্টন ও আটলান্টার ভেন্যুগুলোতে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছেএমন ম্যাচগুলোর এক-তৃতীয়াংশই হবে শীতাতপনিয়ন্ত্রণহীন স্টেডিয়ামে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১৯ জুলাইয়ের ফাইনাল ম্যাচটি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, ফাইনালের দিন আবহাওয়া 'ম্যাচ বাতিলের মতো' উত্তপ্ত হওয়ার ৮ ভাগের ১ ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। অটো বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম বড় ক্রীড়া আসরের ফাইনাল ম্যাচটি বাতিল করার মতো গরমে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঝুঁকি থাকাটা ফিফা এবং সমর্থকদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হওয়া উচিত।'

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন চেন্নাইয়ের আরও এক ক্রিকেটার, সমস্যা বাড়ছে রুতুরাজের দলের

আইপিএল যত এগোচ্ছে ততই চাপ বাড়ছে চেন্নাই সুপার কিংসের। এ বার প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার জেমি ওভার্টন। তাঁর বদলে দলে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ডিয়ান ফরেস্টারকে। ৭৫ লক্ষ টাকায় চেন্নাইয়ে যোগ দিয়েছেন তিনি। চেন্নাই জানিয়েছে, চোট সারাতে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন ওভার্টন। চলতি মরসুমে চেন্নাইয়ের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ১০টি ম্যাচে ১৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ১৫০-এর উপর স্ট্রাইক রেটে তিনি ১৩৬ রান করেছিলেন। শেষের দিকে নেমে চালিয়ে খেলাই ছিল তাঁর কাজ।

গত ১১ মে লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ বার চেন্নাইয়ের জার্সিতে নেমেছিলেন ওভার্টন। সেখানে মরসুমের অন্যতম সেরা ম্যাচটি খেলেছিলেন তিনি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে লখনউ ৯১/১ স্কোরে পৌঁছে যাওয়ার পর ওভার্টন ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেন। ফলে ২০৩ রানে আউট যায় লখনউ। চেন্নাই রান তাড়া করে জেতে। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পান ওভার্টন।

এ বছর মার্চে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক হয় ফরেস্টারের। তিনি এখনও পর্যন্ত ৫টি ম্যাচ খেলে ৮৩ রান করেছেন।

বুধবারই রামকৃষ্ণ ঘোষের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। মরসুম শুরুর আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন নেথান এলিস। তাঁর পরিবর্ত ক্রিকেটার স্পেন্সার জনসনও চোট পেয়ে খেলতে পারছেন না। মরসুমের মাঝপথে চোট পেয়েছেন খলিল আহমেদ এবং আয়ুষ মাত্রেও। এ ছাড়া চোটের কারণে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এখনও একটি ম্যাচেও খেলতে পারেননি।

ইরানের ফুটবল দলকে এখনো ভিসা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র

বুধবার রাতে তেহরানে ইরান ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়রয়টার্সবিশ্বকাপ শুরু হতে আর চার সপ্তাহও বাকি নেই। এখনো ইরানের ফুটবল দল যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পায়নি বলে জানিয়েছেন ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহেদি তাজ।ফেডারেশনের প্রধান মেহেদি তাজ বলেছেন, 'আগামীকাল অথবা পরশু ফিফার সঙ্গে আমাদের একটি চূড়ান্ত বৈঠক হবে। তাদের অবশ্যই আমাদের নিশ্চয়তা দিতে হবে। কারণ, ভিসা ইস্যুটির এখনো সমাধান হয়নি।'মেহেদি তাজ আরও যোগ করেন, 'কারা ভিসা পাচ্ছে সে বিষয়ে তাদের থেকে আমরা এখনো কোনো বিবরণ পাইনি। এখন পর্যন্ত কোনো ভিসাই ইস্যু করা হয়নি।'তাজ জানান, ভিসাপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আঙুলের ছাপ দেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় যাওয়ার কথা, 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের আঙ্কারায় যেতে হবে। তবে আমরা এটি আন্তালিয়াতে আয়োজন করার চেষ্টা করছি, যাতে আঙ্কারায় যাওয়ার প্রয়োজন না হয়।' সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন এফএফআইআরআই সভাপতি মেহদি তাজ (ডানে) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করলে যুদ্ধ শুরু হয়। তবে গত ৮ এপ্রিল থেকে যুদ্ধবিরতি চলছে। যুক্তরাষ্ট্র—সমর্থিত শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করা ইসলামিক বিপ্লবের পর মার্কিন দূতাবাসে জিম্মি সংকটের জেরে ১৯৮০ সাল থেকে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।এদিকে ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া জাতীয় ফুটবল দলের জন্য বুধবার তেহরানে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইরান। বিশ্বকাপের জন্য রওনা হওয়ার আগে দলটি তুরস্কে ক্যাম্প করবে। এবারের বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথ আয়োজক হলেও ইরানের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে। ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর কথা ইরানের। বিশ্বকাপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম ও মিসর।

সমাজমাধ্যমে রিল পোস্ট করে আবার বিপদে অর্শদীপ ! মুম্বই ক্রিকেটারের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য

পঞ্জাবের ক্রিকেটার অর্শদীপের সিংহের সমস্যা বেড়েই চলেছে। সমাজমাধ্যমে নিয়মিত রিল এবং ভ্লগ পোস্ট করে এমনিতেই বোর্ডের রোষে পড়েছেন তিনি। সেই রিল নিয়েই এ বার বিতর্ক তৈরি হল। মুম্বইয়ের এক ক্রিকেটারকে 'বর্ণবিদ্বেষী' মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও অর্শদীপ বা বোর্ড এ ব্যাপারে এখনও মুখ খোলেননি।

সমাজমাধ্যমে অর্শদীপের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। দেখা গিয়েছে, মুম্বইয়ের তিলক বর্মা হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁকে হিন্দিতে 'ওয়ে অন্ধেরে' বলে ডেকে উঠেছেন অর্শদীপ। হিন্দিতে 'অন্ধেরে' বলতে সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গদের বোঝানো হয়। জাতীয় দলের সতীর্থ ক্রিকেটারদের উদ্দেশে কী করে অর্শদীপ এমন মন্তব্য করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিলক সেই মন্তব্যকে অবশ্য গুরুত্ব দেননি। অর্শদীপ তবু পিছনে লাগা ছাড়েননি। তিলককে বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন তিনি সানস্ক্রিন ব্যবহার করছেন কি না।

বিতর্ক আরও বেড়েছে অর্শদীপের পরের মন্তব্যে। সামনে বসে থাকে মুম্বইয়ের আর এক ক্রিকেটার নমন ধীরকে 'নূর' বলে সম্বোধন করেছেন তিনি। পঞ্জাবিতে 'নূর' বলা হয় সাধারণত শ্বেতাঙ্গদের। অর্শদীপ নিজেও পঞ্জাবি। দুই ক্রিকেটারকে কেন দু'রকম ভাষায় সম্বোধন করলেন অর্শদীপ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সমর্থকেরা অর্শদীপের কাজে মোটেই খুশি হতে পারেননি। এক সমর্থক লিখেছেন, "এটা মোটেও মজার নয়। এত বড় হওয়ার পরেই বাচ্চাদের মতো আচরণ আপনাদের একেবারেই মানায় না। বাকি খেলোয়াড়দের প্রতি সমীহ দেখান। দুমদাম বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য এবং এ রকম আচরণ মোটেও আপনার ভাবমূর্তি ভাল করে না। এতে লোকে আপনার প্রতি যাবতীয় সমীহ হারিয়ে ফেলে।"

আর এক সমর্থক লিখেছেন, "সরাসরি বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছে অর্শদীপ। এটাকে মোটেই পঞ্জাবিদের মজা বলে ভেবে নিলে চলবে না। আমি নিজে জানি মানুষ গায়ের রঙের জন্য নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের বিষয় নিয়ে মোটেও মজা করা উচিত নয়।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আশা কর্মীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। স্বাস্থ্য পরিষেবা রাজ্য সরকারের কাছে একটা অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আশা কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে কর্মরত আশা কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা করছে বর্তমান সরকার।

আজ হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী ময়দানে ইন্ডোর হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক আশা কনভেনশনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ২০১৭ সালের পর দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর বাদে রাজ্যভিত্তিক এই আশা কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে। আশা মানে অ্যাক্রিডিয়েটেড সোশ্যাল হেল অ্যাক্টিভিস্ট। তাই সমস্ত মানুষ আপনাদের কাছ থেকে একটা আশার কিরণ আশা করে। আর সেটাই করছেন আপনারা। আমি গতকালও টিআরবিটির মাধ্যমে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) মধ্যে প্রায় সাড়ে ৮০০ অফার বিতরণ করেছি। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের সময়ে দাবি আদায়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়না। আজ এই কনভেনশনের মাধ্যমে মহিলা ক্ষমতায়নের এক ঝলক আমরা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। মহিলা ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা। মহিলাদের ৩৩ু সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে একটা সংশোধনী আনতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ ২০২৩ এ সেই বিল পাস হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আশা কর্মীরা নিরলসভাবে মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০5 এ ন্যাশনাল হেল মিশন (জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন) শুরু হওয়ার পর মিশনের কর্মকান্ড গ্রাম ও শহরের সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আশা কর্মীরা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্র আমাদের কাছে একটা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে কীভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে আরো শক্তিশালী করা যায়। প্রতিটা ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবার নানাবিধ সুফল পৌঁছে দিচ্ছেন আশা কর্মীরা। তাই এর চাইতে বড় বিষয় কিছু হতে পারে না। আজকের কনভেনশনের থিম - একতাই গড়ি সুস্থ রাজ্য। কারণ সবাই সুস্থ থাকলে সবকিছু সুস্থ থাকবে। নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিউ ইন্ডিয়া এর শ্লোগান দিয়েছেন। আমরাও সেই দিশায় কাজ করছি।

অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আশা কর্মী বোনদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, টীকাকরণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আমাদের সরকার আশা কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যে কর্মরত ৭,৮৬৬ জন আশা কর্মীর সাম্মানিক বৃদ্ধি, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং সার্বিক কল্যাণে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এর পাশাপাশি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মানবিক সেবার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের মিশন ডিরেক্টর জি এস নায়েক, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ এইচ পি শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যুগ্ম মিশন অধিকর্তা ডাঃ নুপুর দেববর্মা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

পথকুকুর এড়াতে গিয়ে উল্টে গেল টমটম, আহত ৭ স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: পথকুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি হাই-স্পিড টমটম। ঘটনায় আহত হয়েছে সাতজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ চুরাইবাড়ি থানাধীন ৮ নং আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের কুর্তাগাছ সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আসামের খাসিয়াপুঞ্জি এলাকা থেকে উত্তর ত্রিপুরার অসেনহাট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আসছিল টিআর-০৫-এ-২২৩৪ নম্বরের একটি হাই-স্পিড টমটম। পথে হঠাৎ একটি পথকুকুর গাড়ির সামনে চলে আসলে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর টমটমটি রাস্তার উপর উল্টে যায়।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই সাতজন স্কুল পড়ুয়া আহত হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ত্রিপুরা পুলিশের চুরাইবাড়ি থানায় খবর দেন। পরে দমকল কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা আহত ছাত্রছাত্রীদের অসমের মাকুন্দা লেপ্রসিকাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকদের মতে, আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারী বর্ষণে কৃত্রিম বন্যার কবলে শ্রীভূমি ও বদরপুর, ভূমিধসে বন্ধ রেল যোগাযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: অবিরাম ভারী বর্ষণের জেরে কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়েছে শ্রীভূমি শহর সহ বদরপুর এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শহরের একাধিক এলাকা, যার ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

জানা গেছে, শ্রীভূমি জেলা সদরের প্রায় প্রতিটি অলিগলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বহু বাড়িতে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়ায় বাসিন্দারা কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির জলের সঙ্গে নর্দমার নোংরা জল মিশে গোটা এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারাও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এদিকে জল জমে যাওয়ায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে। জেলা সদরের একাধিক সরকারি কার্যালয়েও জল ঢুকে পড়ার খবর মিলেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সময়মতো নালা-নর্দমা পরিষ্কার না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে বদরপুর রেল কলোনি, খাদিমান, খাদিমবাড়ি, দিঘিরপাড় সহ বদরপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডও কৃত্রিম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। এর জেরে জাতীয় সড়ক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়াও ভূমিধসের কারণে শুক্রবার সকাল থেকে বদরপুর-পাঁচগ্রাম রুটে রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতি আরও কয়েক ঘণ্টা অব্যাহত থাকলে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসডিআরএফ বাহিনীকে মাঠে নামানো হয়েছে বলে খবর।

শপথের পর ধর্মনগরে জহর চক্রবর্তীকে ঘিরে উচ্ছ্বাস, কর্মী-সমর্থকদের বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ মে: শপথ গ্রহণের পর প্রথমবার ধর্মনগরে পৌঁছতেই বিধায়ক জহর চক্রবর্তীকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। ধর্মনগর শহরের প্রধান সড়ক জুড়ে বের হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যার মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় দলীয় কার্যালয়ে।

বিধায়কের আগমনকে কেন্দ্র করে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা শহরে। ঢাক-ঢোল, আবির ও দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নবনির্বাচিত বিধায়ককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জহর চক্রবর্তী বলেন, "মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থনই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। ধর্মনগরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাব।" তিনি বিশেষভাবে রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আশ্বাস দেন।

জহর চক্রবর্তীর ধর্মনগর আগমনকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বিপুল জনসমাগম আগামী দিনে এলাকায় দলের সাংগঠনিক শক্তি আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে জ্বালানি সাশ্রয়ে এসকর্ট গাড়ি কমালেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

আগরতলা, ১৫ মে : দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশব্যাপী জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। আজ থেকে নিজের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত দু'টি এসকর্ট গাড়ি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, অপ্রয়োজনীয় জ্বালানি খরচ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষা ও অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে এই সংকট দেখা দিলেও অতিসত্বর সমস্যা সমাধান হবে। তাই বর্তমানে দেশের সম্পদ সুরক্ষা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় দায়িত্ব।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বটতলায় এসইউসিআই-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার আগরতলার বটতলা এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে এসইউসিআই। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

সংগঠনের দাবি, রাজ্যে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৩ টাকা ৪ পয়সা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ২ টাকা ৫১ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা শুক্রবার থেকেই কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে পেট্রোলের মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রতি লিটার ১০০ টাকা ৫৪ পয়সা এবং ডিজেলের মূল্য ৮৯ টাকা ৪৬ পয়সা। মূল্যবৃদ্ধির জেরে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেছে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, জ্বালানির দাম বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। একদিকে যেমন যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামও বাড়বে। ফলে সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা। এসইউসিআই নেতারা অবিলম্বে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবি জানান। পাশাপাশি এই দাবিতে দেশবাসীকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বানও জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

জ্বালানি সাশ্রয়ে স্কুটিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৫ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন রাজীব ভট্টাচার্য। সরকারি গাড়ি ও দীর্ঘ কনভয় ব্যবহার কমিয়ে স্কুটি চড়েই বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অপ্রয়োজনীয় জ্বালানি খরচ কমানো এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর কাছে জ্বালানি সাশ্রয়, গণপরিবহন ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর আহ্বান জানান। এরপরই দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ও নেতারা কনভয় ছোট করা এবং জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ নিতে শুরু করেন।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়েই এই উদ্যোগ তাঁর। বিজেপির সকল কার্যকর্তাদের তিনি আহবান করেন জ্বালানি সাশ্রয়ে এগিয়ে আসার জন্যে।

রাজ্যবাসীকেও উৎসাহিত করার জন্যে।

রাজীব ভট্টাচার্যের এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাদের মতে, জননেতাদের এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং জ্বালানি সাশ্রয়ে উৎসাহ জোগাবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদির আহ্বানের পর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রী বিধায়কগণ তাদের এসকর্ট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

খুমুলুঙে এডিসির নবনির্বাচিত চার সদস্যের শপথ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: টিটিএএএডিসি-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী অবশিষ্ট চার সদস্য-সদস্যা শুক্রবার খুমুলুঙস্থিত পরিষদীয় ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন।

শপথ গ্রহণকারী নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যারা হলেন মঞ্জু রাণী সরকার, শৈলেন্দ্র নাথ , ইসমাল জয় ত্রিপুরা এবং কানিযাও মগ। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান এডিসির চেয়ারম্যান ভবরঞ্জন রিয়াং।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সেক্রেটারি কেশব দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এডিসি নির্বাচনে বিজয়ী মোট ২৮ জন সদস্য-সদস্যার মধ্যে ২৪ জন গত ২৭ এপ্রিল ২০২৬ খুমুলুঙ পরিষদীয় ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। শুক্রবার অবশিষ্ট চার সদস্যের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নবগঠিত পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য-সদস্যার সাংবিধানিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো।

অবৈধভাবে ড্রামে তেল বিক্রির অভিযোগ, প্রশ্নের মুখে শান্তির বাজারের আর এম সাহা পেট্রোল পাম্প

শান্তির বাজার, ১৫ মে : শান্তির বাজার শহরে অবস্থিত পুরাতন আর এম সাহা পেট্রোল পাম্পকে ঘিরে ফের উঠল একাধিক গুরুতর অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই এই পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসছিল। এবার প্রকাশ্যে ড্রামে করে পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রির অভিযোগ উঠেছে পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে যাতে তেলের কৃত্রিম সংকট তৈরি না হয়, সেদিকেও নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশকে কার্যত উপেক্ষা করেই শান্তির বাজারের আর এম সাহা পেট্রোল পাম্প থেকে ড্রামে ভরে তেল বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, পাম্পের ম্যানেজার নিপেনসহ কয়েকজন কর্মীর যোগসাজশে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ড্রামে করে তেল বিক্রি করা হচ্ছে। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাম্পে তেলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সাধারণ মানুষ তখন বাধ্য হয়ে চড়া দামে বাইরে থেকে কালোবাজারির মাধ্যমে তেল কিনতে বাধ্য হবেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।অভিযোগ আরও, এই অবৈধ তেল বিক্রির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের কমিশন হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে।এখন দেখার বিষয়, ড্রামে করে অবৈধভাবে তেল বিক্রি ও কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগে প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আগরতলায় আগামী ৪ জুন অনুষ্ঠিত হবে আঞ্চলিক ডাক আদালত

আগরতলা, ১৫ মে, : ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আগামী ৪ জুন আঞ্চলিক পর্যায়ের 'ডাক আদালত' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওইদিন সকাল ১১টায় ইন্ডিয়া পোস্ট-এর পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তর পূর্ব-১ অঞ্চলের আগরতলা কার্যালয়ে এই ডাক আদালতের আয়োজন করা হবে।

জানা গিয়েছে, ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ এই আদালতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। অভিযোগকারীরা সাধারণ ডাক কিংবা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। খামের উপরে 'ডাক আদালত' উল্লেখ করে পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তর পূর্ব-১ অঞ্চল, আগরতলা-৭৯৯০০১ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

অভিযোগপত্রে পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন রসিদ নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া সঞ্চয় প্রকল্প ও পোস্টাল জীবন বীমা সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, লিখিত অভিযোগ আগামী ২ জুন বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি প্রচলিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হবে। পাশাপাশি [illegible] ইমেল ঠিকানাতেও অভিযোগ পাঠানো যাবে।

উত্তর-পূর্ব-১ অঞ্চলের পোস্টমাস্টার জেনারেলের পক্ষে সহকারী অধিকর্তা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত কাশীরামপাড়ায় গ্রেট ইন্ডিয়া ট্যালেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত মহান ভারত প্রতিভা বিদ্যালয়-এর নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনের আজ উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। এ উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনার্দন প্রভু স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং রাজ্যপালকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে রাজ্যপাল মন্দির পরিদর্শন ও পূজা-আরতিতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনে গিয়ে ফিতা কেটে এবং ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বিদ্যালয় ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, শিক্ষা কেবল ইট-পাথরের অবকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মূল্যবোধ, চরিত্র গঠন এবং জাতীয় চেতনার বিকাশের মাধ্যম। তিনি বিদ্যালয়টিকে উত্তর ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এলাকার শিশু-কিশোরদের জন্য জ্ঞান ও আলোর বাতিঘর হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা ও উৎকর্ষ সাধনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসেবে উল্লেখ করে তাঁদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, গ্রেট ইন্ডিয়া ট্যালেন্ট ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা বিস্তার, দক্ষতা উন্নয়ন, মেধার বিকাশ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থাটির ভূমিকা প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া নবনির্মিত বিদ্যালয়টি এই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষার প্রসারে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং। তিনি বলেন, এই নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন এলাকার শিক্ষার প্রসারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এবং প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা এর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার আরও ভালো সুযোগ পাবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চঞ্চলাপতি প্রভু মহারাজ এবং আগরতলা জগন্নাথ বাড়ির ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ। তাঁরা শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক চেতনা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রামচন্দ্রঘাটে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: খোয়াই জেলার রামচন্দ্রঘাট বটতলা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দুই যুবক। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।জানা গেছে, খোয়াই থানাধীন রামচন্দ্রঘাট বটতলা এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুই বাইক আরোহী গুরুতর জখম হন এবং রাস্তায় ছিটকে পড়েন।ঘটনা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এবং দমকল বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এক মহিলার সফল পিত্তথলি অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ মে: উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে গত ৬ মে সফলভাবে এক মহিলার পিত্তথলিতে অস্ত্রোপচার (কোলেসিস্টেক্টমি) সম্পন্ন হয়েছে। উপ্তাখালী ডুপিরবন্দ এলাকার বাসিন্দা (৩২) বৎসরের ওই মহিলা গত চার বছর যাবৎ তীব্র পেটব্যথা ও শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ায় তিনি চিকিৎসা করাতে পারেননি। তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জন চিকিৎসক ডাঃ প্রসেনজিৎ দেববর্মা-এর কাছে চিকিৎসার জন্য যান। তিনি রোগিনীর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বলেন। এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি রোগীর পিত্তথলিতে পাথরের উপস্থিতি শনাক্ত করেন। সেই সময় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর পরিবারের পাশে দাঁড়ান

রাধানগরে আক্রান্ত চিত্র সাংবাদিক বিজয় দেবনাথ, দোষীর গ্রেপ্তার দাবিতে সাংবাদিক সংগঠনগুলির ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: রাজধানী আগরতলার রাধানগর এলাকায় পেট্রোল পাম্পে কর্তব্যরত অবস্থায় চিত্র সাংবাদিক বিজয় দেবনাথ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত অটোচালকের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাধানগর পেট্রোল পাম্পে বাইকে পেট্রোল নিতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন সাংবাদিক বিজয় দেবনাথ। সেই সময় টি আর ০১ জে ৩৭৭৪ নম্বরের একটি অটো নিয়ে এক চালক পাম্পে এসে লাইনে থাকা বাইকগুলিকে সরিয়ে জোরপূর্বক সামনে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এতে এক গ্রাহক প্রতিবাদ জানালে অটোচালক তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

এরপর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বিজয় দেবনাথ ওই আচরণের প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত অটোচালক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, প্রথমে সাংবাদিককে ঘুষি মারা হয় এবং পরে পাশের একটি বাইক থেকে হেলমেট নিয়ে তার উপর হামলা চালানো হয়। এতে গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত হন বিজয় দেবনাথ।

ঘটনার খবর পেয়ে অন্যান্য সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সাংবাদিককে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। এদিকে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত অটোটি আটক করলেও চালক বর্তমানে পলাতক বলে জানা গেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, আগরতলা প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas